HINDU FEMALES.

BY

KOYLASBASINEY DAVI.

AND PUBLISHED

BY

DURGACHARANA GUPTA.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE 'GUPTA PRESS' NO. 16 MIRZAFFER'S LANE.

1863.
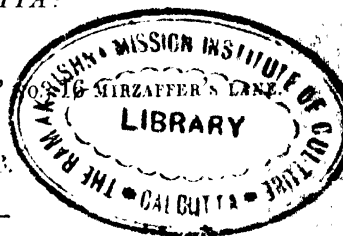
Sold by Gupta Brothers, No. 86 College Street.

হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা।
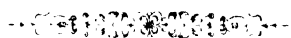
শ্রীমতী কৈলাসবাসিনী কর্ত্তৃক

প্রণীত।

এবং তৎস্বামী

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

গুপ্ত যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৭৮৫ শক।

উক্ত যন্ত্রালয় মির্জ্জাফর্স লেন ১৬ নং ভবনে, অথবা গুপ্ত ব্রাদর্শ-দিগের গ্রন্থালয় কালেজ স্ট্রীট ৮৬ নং ভবনে, এবং সকল গ্রন্থাদয়ে ও পুস্তক ব্যবসায়ীর নিকট পাওয়া যায়।

গ্রন্থ রচয়িত্রীর নিবেদন।

আমি যে মহাত্মার কৃপাবলে এতাদৃশ সাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্তা হইয়াছিলাম, প্রথমত তাঁহার নিকট আমার সমধিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা কর্ত্তব্য বোধে আমি সর্ব্বসাধারণ সন্নিধানে আত্ম পরিচয় প্রদান করিতে বাধ্য হইলাম। আমি বাল্যাবস্থায় পিত্রালয়ে একটী বর্ণও শিক্ষা করি নাই, এবং শিক্ষা বিষয়ে আমার অভিলাষও ছিল না। অধিক কি কহিব কেহ নারীগণের বিদ্যা বিষয়ক কোন কথা উত্থাপন করিলে আমি বিরক্ত হইতাম এবং বিদ্যাভ্যাস করিলে যে অচিরাৎ বিধবা হয়, প্রাচীন পরম্পরাগত এই পুরাতন বাক্যটি অতি প্রযত্ন সহকারে হৃদয় ভাণ্ডারে ধারণ করিতাম। এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর আমার স্বামী শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় আমাকে বিদ্যা শিক্ষা করাইবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্র হইলেন, কিন্তু আমি এক প্রকার বিদ্যাবিরোধিনী ছিলাম; সুতরাং তাঁহার সেই যত্ন আমার পক্ষে অতিশয় কষ্টদায়ক হইল। আমি কোন মতেই তাঁহার উপদেশ বাক্য গ্রহণ করিতাম না, কিন্তু তিঁনি তাহাতেও নিরস্ত না হইয়া বরং আরও অধিক পরিমাণে চেষ্টিত হইলেন। পরে আমি অগত্যা তাঁহার সেই উপদেশ গ্রহণ করিলাম। তিনি বচনাতীত সন্তোষ সহকারে আমাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন।

১৭৭১ শকের শ্রাবণ মাসে আমাকে বর্ণমালার প্রথম ভাগের উপদেশ দেন; আমি সেই অবধি গোপন ভাবে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিতাম, এবং গুরুজন ভয়ে ভীত হইয়া

বিদ্যাকে অতি দুষ্কর্ম্ম বোধে লুক্কায়িত রাখিতে চেষ্টা করিতাম, এবং বিদ্যা বিষয়ে কোন প্রকার কথা লইয়া আমার গুরুজনেরা যদি আমার প্রতি বিরক্ত হইতেন, তবে সেই যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া পাঠ্য পুস্তকাদি সমুদয় নিক্ষেপ করিয়া শিক্ষকের প্রতি কতই বিরক্ত হইতাম, কিন্তু তিনি কোন প্রকারেই আমাকে তদ্বিষয়ে নিরস্ত হইতে দিতেন না। সুতরাং আমি উভয় অনুরোধ রক্ষা করিবার মানসে, দিবাভাগে সাংসারিক কার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া সায়ংকালীন অবকাশ পাইয়া যৎকিঞ্চিৎ শিক্ষা করিতাম। কিন্তু আমার অদৃষ্ট বশতঃ তাঁহার আশা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই, কারণ আমি অবকাশাভাবে কিছুই শিখিতে পারি নাই, এবং সেই জন্য এপর্য্যন্ত কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করি নাই। একবার প্রভাকরে কোন একটী প্রবন্ধ লিখিতে আমাকে আমার বন্ধুজনেরা অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু আমি তৎকালে এতাদৃশ দুঃসাহসিক বিষয়ে সাহস করিতে পারি নাই, কি জানি মহৎ পদ আশ্রয় করিতে গিয়া পাছে শিখিপুচ্ছধারী বায়সের ন্যায় হাস্যাস্পদ হই। কিন্তু এক্ষণে অনেকের নিকট নিতান্ত অনুরুদ্ধা হইয়া, অগত্যা এই বাতুলতা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। অতএব হে গুণিবর মহোদয় পাঠকগণ! আপনারা মহত্ত্বগুণে আমার এই প্রগল্ভ বাক্য প্রয়োগের প্রতি বিরক্ত না হইয়া আমার এই "হীনাবস্থার" প্রতি কৃপাদৃষ্টি পাত করিলে চরিতার্থ হই।

কলিকাতা
১৭৮৫ শক।

শ্রীকৈলাসবাসিনী।

গ্রন্থ প্রকাশকের উক্তি।

গ্রন্থ রচয়িত্রী রচনা আরম্ভ করিয়া উহা মুদ্রিত ও সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে আমাকে অনুরোধ করেন, কিন্তু ইহাঁর এতাদৃশ সাহস দেখিয়া আমি তাহা এক প্রকার অগ্রাহ্য করিয়াছিলাম, যেহেতু ইনি একাল পর্য্যন্ত কখন কোন সন্দর্ভ লিখিতে কালি কলম একত্র করিয়াছেন কি না সন্দেহ, তাহাতে যে ইহাঁর প্রথম লেখা একেবারে প্রকাশ যোগ্য হইবে এমত বিশ্বাস কখনই হয় নাই। কিন্তু যখন রচনা সমাপন করিয়া এক দিবস আমার নিকট উহা পাঠ করিতে লাগিলেন, তখন ইহাঁর রচনার পারিপাট্য শ্রবণে চমৎকৃত হইলাম, এবং অনেক প্রকাশিত গ্রন্থ অপেক্ষা ইহাঁর রচনা শ্রেষ্ঠ বোধে আমি অবিকল মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিলাম। এখন সাধারণের গ্রাহ্য যোগ্য হইবে কি না তাহা আমি বলিতে পারি না, কিন্তু সাধারণের নিকট উৎসাহ পাইলে যে ইনি এতদ্বিষয়ে প্রথমা বলিয়া গণ্য হইবেন তাহা বলা বাহুল্য।

গ্রন্থ রচয়িত্রীর ভাষা বিষয়ে অসামান্য ক্ষমতার বিষয় কিঞ্চিৎ সাধারণের গোচর না করিয়া আমি ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ইনি বর্ণ মাত্র শিক্ষা করেন নাই, পরে আমার নিকট কিঞ্চিৎকাল বর্ণ বিষয়ে উপদেশ পাইয়া, স্বয়ং বাঙ্গলা গ্রন্থ সমুদয় পাঠ করত, অল্প দিনের মধ্যেই যে পরিমাণে তদ্বিষয়ক জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহা অনেকে বহু কাল বিদ্যালয়ে শিক্ষকের অধীন থাকিয়াও পারেন কি না সন্দেহ। সমস্ত দিবা

সংসার ও সন্তান সন্ততিগণের কার্য্যে ক্ষেপণ করিয়া সায়ং কালে যে কিঞ্চিৎ অবকাশ পাইতেন, তাহাতেই এক পক্ষ মধ্যে এই গ্রন্থ খানি রচনা করিয়াছেন।

শ্রীদুর্গাচরণ গুপ্ত।

প্রতিষ্ঠা পত্র।

কল্যাণতমা শ্রীমতী কৈলাস বাসিনী
অতুলকীর্ত্তিমতীষু।

বৎসে! তুমি আমার নিকট সংশোধনার্থ এই গ্রন্থের শেষ প্রুফমাত্র পাঠানতে আমি তাহা পাঠ করিয়া অধিক কাটিতে না হওয়া জন্য প্রথমত মনে করিয়াছিলাম যে ইহার রচনা ও প্রুফ সংশোধন বিষয়ে অবশ্যই শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ বাবুর সাহায্য থাকিবে, কিন্তু পরে যখন প্রুফে কাটা অক্ষর দেখিলাম ও কম্পোজিটরদিগের নিকট তাহা তোমারই স্বহস্তের কাটা লেখা শুনিলাম এবং কাহারও সাহায্য না থাকার বিষয় দুর্গাচরণ বাবুর নিকট অবগত হইলাম, তখন রচনা নৈপুণ্যের প্রতি বিশিষ্টরূপ মনোভিনিবেশ হওয়াতে আমার মন যে কিরূপ বিস্মিত ও আহ্লাদিত হইয়াছিল, তাহা ব্যক্ত করিবার শব্দ নাই। অতএব ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা যে তুমি সাবিত্রী সমানা হইয়া পতি পুত্রাদির সহিত চির সুখিনী ও বঙ্গাঙ্গনাগণের বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে পথপ্রদর্শিনী রূপে সচ্চরিত্রতার সহিত ভাবি কাল অতিবাহিত কর ইতি।

শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।

বিজ্ঞাপন।

সম্প্রতি এতদ্দেশীয় অবলাকুলের বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত কি বিদেশীয় কি স্বদেশীয় বিদ্যোৎসাহি মহোদয়গণ অতিশয় যত্ন প্রকাশ করিতেছেন, এবং কামিনীগণের উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত কতশত প্রধান প্রধান সদাশয় ব্যক্তিগণ রত্নালঙ্কারাদি পারিতোষিক প্রদানে বিদ্যাবতী কামিনীগণের চিত্ত পরিতৃপ্ত করিতেছেন। আমি এই সমস্ত মহৎ ব্যাপার সংবাদ পত্রাদিতে পাঠ ও লোক মুখে শ্রবণ করত বিবেচনা করিলাম আমিও ত এই নারীকুলের বিদ্যা বিষয়ের একজন উৎসাহিনী, আমার ত তাহাদিগকে উৎসাহ প্রদান করা কর্ত্তব্য, কিন্তু আমি সর্ব্ব বিষয়ে দুর্ব্বল, কি অর্থ, কি বিদ্যা, কি বুদ্ধি কিছুতেই সবল নহি, তবে কোন্ উপায় অবলম্বন করিয়া নারীগণকে উৎসাহ প্রদান করি, এরূপ চিন্তা করত পরিশেষে নিতান্ত নিরুপায় হইয়া শিশুর কেবল রোদনই বল, এই সাধারণ বাক্যটী স্মরণ হওয়াতে বালকবৎ নিতান্ত অজ্ঞান আমি, কেবল সেই রোদন করিতেই প্রবৃত্ত হইলাম, এবং বালকগণ যেমন একটা বোল ধরিয়া রোদন করিতে আরম্ভ করে, আমিও সেইরূপ আপনাদিগের অবস্থা ও দেশের আচার ব্যবহারাদি ধরিয়া ক্রন্দনে প্রবৃত্ত হইলাম, অতএব হে বিজ্ঞ গুণজ্ঞ ধনী মানী পাঠকবর্গ! তোমরা আমার এই রোদনের চীৎকার শব্দে বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া আমার রোদনকে সফল কর।

আমি এই স্থলে শ্রীমতী বামাসুন্দরী দেবীকে ধন্যবাদ

প্রদান করিতে এবং বর্ণ ও বিদ্যাশ্রেষ্ঠ প্রযুক্ত প্রণাম করিতে বাধ্য হইলাম। বামাসুন্দরী আমাদিগের পথ প্রদর্শিকা রূপে এই বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণা হইয়া আমার মনকে উত্তেজনা করিলেন, আমি তাঁহার সেই উত্তেজনায় লজ্জিতা হইয়া এইরূপ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলাম, তিনি এই বঙ্গভূমিতে জন্ম গ্রহণ করত আমাদিগকে আকর্ষণ করিলেন, আমরা তাঁহারই আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পদ চারণে পারগ হইলাম। তিনি এই বঙ্গদেশে আবির্ভূতা হইয়া আমাদিগের লোচন হইতে লজ্জাবরণ মোচন করিলেন। আমিও সেই প্রফুল্ললোচনার কৃপাবলে এতাদৃশ সাহসিক পথে পদার্পণ করিতে সমর্থ হইলাম। তাঁহারই যশঃ শশাঙ্কের বিমল কিরণ দর্শনে আমরা বিষম তামসীর বিভীষিকা দর্শন হইতে মুক্ত হইলাম। তিনি উৎসাহিনী না হইলে আমরা কখন এই ভাব প্রাপ্ত হইতাম না, চির কালই জড় পদার্থের ন্যায় অবস্থিতি করিতাম, এবং আমাদিগের মনোগত ভাব সকল বাক্‌শক্তি রহিত ব্যক্তির স্বপ্নের ন্যায় মনেতেই লয় পাইত। তাঁহার অনুকম্পা প্রাপ্ত না হইলে আমার এই হাঁড়ি বেড়ি ধরা হাত কখনই লেখনী ধারণ করিতে ইচ্ছুক হইত না।

যেমন আমি এতাবৎ কাল কেবল একজন অগ্রবর্ত্তিনীর অনুসন্ধান করিতে ছিলাম, এবং ঈশ্বরানুকম্পায় সেই প্রার্থনীয় অগ্রবর্ত্তিনী প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অনুগামিনী হইলাম, তদ্রূপ আমাদিগের মত অন্যান্য ভগিনীগণ আপনাগন গুণ পনা প্রকাশ করিলে কৃতার্থ হই।

শ্রীকৈলাস বাসিনী।

করে। ইহার মধ্যে আবার কেহ কেহ পাত্রাভাবে ফুল গাছাদির সহিতও বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। হায়! এইরূপ বিবাহের ফল কি তা তাঁহারাই জানেন, এবং তদ্বিষয়ে কেহ কিছু জিজ্ঞাসিলে কহেন, কন্যাগণ অবিবাহিতা থাকিলে আমাদিগের পিতৃ মাতৃ উভয় কুলস্থ পিতৃ পুরুষ-গণ নরকস্থ হয়েন সুতরাং ইহাদিগের বিবাহ দিতে হয়। আহা! এইরূপ বিবাহ না দিয়া যদ্যপি ঐ কন্যাগণকে কন্যা-বস্থাতেই রাখেন অথবা তাহাদের সদৃশ পাত্রে প্রদান করেন, তবেই মঙ্গল, নচেৎ এরূপ বিবাহ দেওয়া কেবল ভ্রম মাত্র। হে পরম কারুণিক পরমেশ্বর! কত দিনে আমাদিগের প্রতি সদয় হইয়া এই ভ্রমমুলক কার্য্য সমূহকে নষ্ট করিবে, ও কত দিনে আমাদিগের বন্ধুগণেরা এই বৃক্ষাদিতে কন্যা দানাদি অতি গর্হিত আচরণ হইতে নিরস্ত হইবেন। কুল মর্য্যাদা প্রায় সকল বর্ণেরই একরূপ, কেবল ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কিছু বিশেষ আছে, তন্নিমিত্ত তাহা পৃথক রূপে লিখিত হইতেছে। অতি প্রধান বংশীয় কায়স্থ মহাশয়েরা আপনাপন কুল গৌরব বৃদ্ধি করণাভি-লাষে কুলীনদিগকে পণ স্বরূপ বিপুলার্থ দান করিয়া তাঁহাদিগের দুহিতাগণের সহিত স্ব স্ব জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কন্যাকর্ত্তাগণও অর্থ লোলুপ হইয়া কন্যা বিক্রয় করেন। পরে ঐ কুলীন মহাশয়েরা এইরূপ ক্রিয়ার দ্বারা স্ব স্ব কুলগ্রন্থি সকল দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া অপর প্রধান বংশীয় কন্যাগণের সহিত ঐ পুত্রগণের পুনর্ব্বার বিবাহ দেন এবং ঐ প্রধান বংশী-য়েরাও সেই পাত্রগণকে অতি পবিত্র জ্ঞানে বহুবিধ রত্ন

ও অলঙ্কারাদির সহিত স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করেন। আহা! কি পরিতাপের বিষয়, ইহারা এই দ্বিপত্নী-রূপ বিষম গরল আপন ইচ্ছাতেই গ্রহণ করেন এবং এই গরল জনিত অতি ভীষণ যন্ত্রণা চিরকাল ভোগ করেন।

ব্রাহ্মণদিগের বিষয়।

আমাদিগের দেশে চারি প্রকার ব্রাহ্মণ বাস করেন, যথা পাশ্চাত্য বৈদিক, দাক্ষিণাত্য বৈদিক, রাঢ়ীয়শ্রেণী ও বারেন্দ্র। তন্মধ্যে দাক্ষিণাত্য বৈদিক মহাশয়দিগের আচার ব্যবহারাদি লিখিত হইতেছে।

বৈদিক মহাশয়েরা আপনাদিগের সন্তান সন্ততি জন্মাইবামাত্রেই সেই সদ্যঃপ্রসূত পুত্র কন্যাগণের বাগ্দানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া থাকেন এবং তাহাদিগের উভয়ের বয়স যখন নবম বা দশম বৎসর হয় তখন তাহাদিগের বিবাহ দেন, কিন্তু ইহার মধ্যে যদ্যপি উহাদিগের একের মৃত্যু হয় তবে সেই বাগ্দান জনিত দোষে জীবিত পুত্র কন্যাগণকে দূষিত হইতে হয়, এবং ঐ ঘটনা প্রযুক্ত তাহাদিগের জনক জননী ও ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি পরিজন বর্গের যে কত পরিমাণে দুঃখ উপস্থিত হয়, এবং ঐ পুত্র কন্যাগণকে লইয়া তাঁহাদিগকে কতই যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় তাহা বলিবার নহে। তাহাদিগের বিবাহ হওয়া ভার হইয়া উঠে, সুতরাং পিতা মাতাগণ অতি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া হীন বংশীয়দিগের সহিত ঐ পুত্র কন্যাগণের উদ্বাহ কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। হায়! পূর্ব্বে ইহাঁরা যাহাদিগকে অতি ঘৃণিত ও অস্পৃশ্য বোধে অতিশয় অবজ্ঞা করিতেন,

এক্ষণে বিধি বৈগুণ্য বশতঃ আবার সেই ঘৃণিতদিগকেই পরম পূজ্য জ্ঞানে গ্রহণ করিতে হইল। আহা! ইহঁাদিগের বিবাহ বিষয়ক এই গর্হিত নিয়ম যদি প্রচলিত না থাকিত তাহা হইলে ইহঁাদিগকে আর এতাদৃশ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত না।

রাঢ়ীয় শ্রেণীস্থ কুলীনদিগের বিষয়।

এই শ্রেণীস্থ কুলীন সন্তানগণেরা স্ব স্ব পূর্ব্ব পুরুষদিগের নাম ও মান লইয়া সকলের নিকট পরিচয় দেন ও অতিশয় গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং ইহাদিগের মধ্যে কেহ মুখোপাধ্যায় কেহ বন্দ্যোপাধ্যায় কেহ গঙ্গোপাধ্যায় কেহ বা চট্টোপাধ্যায় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ইহঁারা এই সকল মান ও উপাধি লইয়া পরস্পর পরস্পরকে গুরু লঘু বোধে অতিশয় গর্ব্ব করিয়া থাকেন এবং ইঁহারা প্রাণান্তেও আত্মাপেক্ষা ক্ষুদ্র বংশীয়দিগের জল গ্রহণ করেন না। যদ্যপি ইহঁারা কোন কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে গমন করেন এবং দৈব বশতঃ অন্ন পানীয়ের অপ্রাপ্তি হেতু অতিশয় ক্লান্ত হয়েন, আর সেই স্থানে যদ্যপি তাঁহাপেক্ষা কোন ক্ষুদ্র বংশীয় ব্রাহ্মণ তাঁহার সেই ক্লেশ নিবারণের নিমিত্ত বারম্বার অনুরোধ করেন, তবে তিনি তাহার সৌজন্যেতে সন্তুষ্ট না হইয়া বরং অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহেন, কি আমি তোমার বাটীতে জল গ্রহণ করিব? এমন কথা মুখে আনিও না, আমরা যে স্থানে পদ প্রক্ষালন করিয়া থাকি তোমাদিগের পিতৃ পুরুষেরা সেই স্থানে মস্তক স্থাপন করিতে পারেন কি না সন্দেহ। আরও তাঁহারা কহেন

প্রাণ হইতে মানই বড় "যাক প্রাণ থাক মান" আহা কি অজ্ঞানতার বিষয়! যদ্যপি আমাদিগের দেশে এই অহিতকর কৌলীন্য মর্য্যাদা না থাকিত, তবে আমাদিগের দেশের আর এরূপ দুর্দশা ঘটিত না, এবং ইহাঁরাও এরূপ অজ্ঞানাবস্থায় থাকিতেন না, ইহাঁরা অবশ্যই স্ব স্ব জীবিকা নির্ব্বাহার্থে ও মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি করণার্থে বিদ্যাভ্যাসে রত হইতেন, এবং সেই বিদ্যা প্রভাবেই ইহাঁদিগের ঐ অজ্ঞান ভাবেরও অভাব হইত।

কুলীন মহাশয়দিগের পুত্র কন্যাগণের প্রতি ব্যবহার ও তাহা-দিগের বিবাহাদির নিয়ম।

কুলীন মহোদয়গণের মধ্যে যাঁহারা সাতিশয় অর্থ পিশাচ না হন এবং ভবিষ্যতে তাঁহাদিগের বংশে যাহারা জন্ম গ্রহণ করিবে তাহাদিগের প্রতি কৃপাবান হইয়া তাহা-দের চির দুঃখ রূপ কুল ভঙ্গ পথের পথিক না হন তবেই মঙ্গল, নচেৎ ভবিষ্যতে তাঁহারদিগের বংশজ দোষে দূ-ষিত হইয়া অতিশয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

যাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণ স্ব স্ব মান মর্য্যাদা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়া থাকেন তাঁহাদিগকে নৈকষ্য সন্তান কহে। এই নৈকষ্য সন্তানগণ প্রথমে কোন প্রধান বংশীয় শ্রোত্রিয়ের আলয়ে বিবাহ করেন, পরে কুলমর্য্যাদা রক্ষার নিমিত্ত এক কুলীন তনয়ারও পাণি গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাকে লইয়া সংসার ধর্ম্মাদি কিছুই করেন না, সে চিরকাল পিতৃ গৃহে অবস্থিতি করে এবং তাহার গর্ভে যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মায় তাহারা পৈতৃক ধন ভোগ করিতে

পায় না, এবং তাহারা যাবজ্জীবন মাতুলালয়ে বাস করে। শ্রোত্রিয় কন্যারাই তাঁহাদিগের অতিশয় প্রিয় পাত্রী হইয়া থাকেন। এবং তাহাদের গর্ব্ভে যে সকল সন্তান সন্ততি জন্মায় তাহারাই পৈতৃক ধন ভোগ করে। আহা! কি অসঙ্গত কার্য্য, তাঁহারা ঐ কুলকামিনী সমূহের পাণি পীড়ন করিয়া তাহাদের গর্ব্ভে সন্তানাদি উৎপাদন করেন, কিন্তু তাহাদের ভরণ পোষণের কোন প্রকার উপায় করিয়া দেন না। তাহারা মাতুল গৃহে অতি কষ্টে যথা কথঞ্চিৎ রূপে প্রতিপালিত হইয়া থাকে, এবং অভিভাবক অভাবে তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধিরও অভাব হয়। সেই বিদ্যাভাব প্রযুক্ত তাহাদের অতিশয় অর্থাভাবও ঘটে, সুতরাং সেই বিষম অভাব হইতে নিস্তার পাইবার নিমিত্ত অন্য উপায় না পাইয়া কেবল বল্লালী মানের উপরেই নির্ভর করে। তাঁহারা কোন সম্ভ্রান্ত বংশজদিগের আলয়ে বহু অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের কন্যাগণকে বিবাহ করেন, ইহাকেই কুল ভঙ্গ বলে।

আহা! কি বিষাদের বিষয় ঐ কুলীন কুমারগণ পিতৃ সাহায্যাভাবেই ভবিষ্যতের অশুভকর বর্ত্তমান সুখে রত হন্। হায়! অগ্নি যেমন আপনিই আপনার মৃত্যুর হেতু হইয়া থাকে ঐ কুলীন বংশীয়েরাও তদ্রূপ। যেমন অগ্নি হইতে ধূম উৎপন্ন হইয়া মেঘ রূপে পরিণত হয় এবং ঐ মেঘ হইতে বারিবর্ষণ হইয়া আপন বংশকে ধ্বংশ করে, তেমনি এই কুলীন মহাশয়েরাও আপনা হইতেই আপনাদিগের কুল নাশের সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কুল অগ্নি স্বরূপ, ঐ কুল কামিনীগণ ধূম স্বরূপ, এবং তাহা-

দের গর্ব্ভস্থ সন্তানগণ মেঘ স্বরূপ, ঐ মেঘ রূপ পুত্রগণ হইতে কুল ভঙ্গরূপ বারিধারা পতিত হইয়া সেই অগ্নি স্বরূপ কুলকে একেবারে নষ্ট করে। হায়! ঐ কুলীন সন্তানগণেরা যদ্যপি কুলকামিনীদিগের পাণি গ্রহণ না করেন অথবা গ্রহণ করিয়া আপন আলয়ে আনয়ন করিয়া আপনা-দিগের শ্রোত্রিয়া স্ত্রীদিগের ন্যায় তাহাদের সহিত ব্যবহার করেন এবং তাহাদিগের সন্তানগণকে যত্ন সহকারে লালন পালন করেন ও তাহাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান, আর আপন বিভবাদির অংশ প্রদান করেন, তবে তাঁহাদের সন্তান-গণকে এই কুল ভঙ্গরূপ বিষম বিপদে পতিত হইতে হয় না।

এই নৈকষ্যদিগের মধ্যে যাঁহাদিগের ভগিনী না থাকে, তাঁহাদের মানের প্রভা কিছু মলিন হয়, এবং যাঁহাদিগের ভগিনী থাকে, তাঁহারা আত্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বংশে অথবা তুল্য বংশে ভগিনীদিগকে দান করিয়া থাকেন এবং কন্যা-গণেরও সেই ঘরে বিবাহ দিয়া থাকেন। সেই বিবাহে ইহাদিগের অতিশয় গৌরব বৃদ্ধি হয়, যাঁহারা ঐ গৌরব বৃদ্ধি করণে অক্ষম হয়েন তাঁহাদের কুল রণ্ডা দোষে দূষিত হয়, ঐ কুলীন মহাশয়েরা এই মান রক্ষার নিমিত্ত অতি কুৎসিত কদাকার ও অন্ধ, কুব্জ, খঞ্জ, মূক, বধির প্রভৃতি এবং গঙ্গাযাত্রীকেও কন্যা ও ভগিনীগণকে দান করেন। আহা! কি নিষ্ঠুরতার কার্য্য, তাঁহারা কেবল আত্ম হিতের নিমিত্ত কুমারী ও ভগিনীগণের প্রতি যেরূপ কুব্যবহার করেন তাহা বলিবার নহে।

একদা শ্রবণ করিয়াছিলাম, কোন গ্রামে ঐরূপ প্রধান বংশীয় এক ব্যক্তিকে গঙ্গাযাত্রা করাইয়াছিল তাহা শ্রবণ

করিয়া এক নৈকষ্য সন্তান মনে করিলেন এই ব্যক্তি অতিশয় প্রধান বংশীয় এবং আমাদের করণীয় ঘর, ইহার মৃত্যু হইলে আমার দুহিতাগণের আর বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নাই এবং কন্যাগণের বিবাহ না হইলেও পুত্রগণের মান রক্ষা হয় না। কিন্তু ইহার সহিত বিবাহ হইলে অচিরাৎ বিধবা হইবে, তবে ইহারা কুলীন কন্যা ইহাদিগের বিবাহ হওয়া আর না হওয়া অথবা বিধবা হওয়া সমান। কিন্তু বিবাহ দিলে পুত্র-গণের মান রক্ষা হয় সুতরাং ইহাদিগের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য, এইরূপ বিবেচনা করিয়া ঐ মুমুর্ষু অবস্থাপন্ন বরের সহিত স্বীয় তনুজাদিগের বিবাহ দিলেন।

হে সর্ব্ব জন হিতৈষী মহোদয়গণ! আপনারা এই স্থলে বিবেচনা করিয়া দেখুন ইহাতে আর শিখদিগের কন্যা হত্যাতে কি বিশেষ রহিল? তাহারা একেবারে নষ্ট করে, ইহাঁরা চিরকাল দগ্ধ করেন এই মাত্র বিশেষ। তাহারা কন্যা দান করিবার নিমিত্ত অপরের নিকট ন্যূনতা স্বীকার ভয়ে ঐ দুষ্কর্ম্মে রত হয়, ইহারা কুল নাশাশঙ্কায় এই ঘৃণিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়।

এই বিষয়ে আরো একটী দৃষ্টান্ত স্মরণ হইল, সুর-তরঙ্গিণীর পশ্চিম তীরস্থ এক গ্রামে ঐরূপ প্রধান বংশীয় এক ব্যক্তি বাস করিতেন, তাঁহার এক মাত্র ভগিনী ছিল, সেই ভগিনীর উদ্বাহের নিমিত্ত তাঁহার পিতৃ স্বসার সপত্নী পুত্রের সহিত সম্বন্ধ নির্ব্বন্ধ করিয়াছিলেন। ইতিমধ্যে সেই কন্যার অতি শঙ্কটাপন্ন পীড়া উপস্থিত হইল, পরে সেই পীড়ার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে তাঁহার পিতৃ স্বসৃপতি

তাঁহাদিগের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঐ কন্যার মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ বিবেচনা করিলেন, ইহার যেরূপ পীড়া হইয়াছিল তাহাতে বাঁচিবার সম্ভাবনা ছিল না, কি জানি আবার কোন সময়ে ইহার মৃত্যু কাল উপস্থিত হইবে এবং ইহার বিবাহ না হওয়া প্রযুক্ত এত বড় মানটা একেবারে নষ্ট হইবে, অতএব আর অধিক বিলম্বের আবশ্যক নাই, পিশে মহাশয়ের সঙ্গেই ইহার বিবাহ দেওয়া যাক। এইরূপ কথা বার্ত্তার পর তাহারা সেই অশীতী বর্ষ বয়স্ক বরকে বিবাহের কথা জ্ঞাপন করিল। তাহাতে সেই বর অতিশয় বিরক্ত হইয়া বলিল, আমার সহিত বিবাহ দিও না, আমার সহিত বিবাহ দিয়া মেয়েটাকে কেন একেবারে নষ্ট করিবে, আমার পুত্রকে আসিতে আজ্ঞা করিয়াছি তিনি শীঘ্রই আসিবেন তাঁহার সহিত বিবাহ দিও। কিন্তু তাহারা কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না, ঐ বৃদ্ধের সহিত সেই কন্যার বিবাহ দিল, কন্যা বয়ঃ প্রাপ্ত হইবামাত্রই অতি ঘৃণিত কর্ম্মে রত হইল, তাহার মাতা ভ্রাতা প্রভৃতি বন্ধু জনেরা তাহার সেই দোষ অনায়াসে সহ্য করিতে লাগিল। এই প্রকারে কিছু কাল গত হইলে পর ঐ বৃদ্ধের মৃত্যু হইল, তাহাতে ঐ কন্যার বেশ বিন্যাসের কিঞ্চিৎ ব্যাঘাৎ জন্মিল, এই জন্য সে ভ্রাত্রালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক নদী পারে গিয়া বসতি করিল। আমি অতি শৈশব কালে ঐ বরকে দেখিয়া ছিলাম তাহাতে কিঞ্চিৎ স্মরণ হয়, তাহার আকার ঠিক এক খানি নারিকেল কোরা কুরাণীর মত।

ত্রিকুলীন দুহিতাদিগের বিবরণ।

যাঁহারা নৈকষ্য দৌহিত্র ও নৈকষ্যের পুত্র হইয়া আবার নৈকষ্য কুমারীদিগকে বিবাহ করেন আর তাহাদের গর্ভে যদি কন্যা জন্মে, তবে সেই কন্যাদিগকে ত্রিকুলাত্মজা কহে। এই ত্রিকুলাত্মজাদিগের প্রায় বিবাহ হয় না। তাঁহারা মহাভারতীয় বৃদ্ধা কন্যার ন্যায় চিরকালই কন্যাবস্থায় অবস্থিতি করেন। যদি দৈবানুকূল্য বশতঃ ঐ কুলীন মহোদয়গণ সমবংশীয় কোন বরপাত্রের সন্ধান প্রাপ্ত হন, তবে অতিশয় যত্ন পূর্ব্বক সেই পাত্রকে আনিয়া এবং হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া তাহাকেই আপনাপন তনুজা ও অনুজাদিগকে সম্প্রদান করেন এবং অবিবেচনার ফল স্বরূপ তাহাদের বয়সের যেরূপ ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে তাহা দৃষ্টি করিলে সকলকেই হাস্য করিতে হয়।

একবার শুনিয়াছিলাম, ভাগীরথীর পূর্ব্বকূলস্থ কোন গণ্ড গ্রাম বাসিনী এক ত্রিকুল দুহিতার বিবাহ দিবার নিমিত্ত তাঁহার আত্মীয়গণ বহু বর্ষ বয়স্ক এক বরপাত্র আনয়ন করিয়াছিলেন। কন্যা ঐ বৃদ্ধ বরকে বরণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া কহিল, তোমরা বলপূর্ব্বক আমাকে একাদশী ব্রত গ্রহণ করাইও না, আমি এই অবস্থাতেই থাকিব, আর তোমরা যদ্যপি নিতান্তই আমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা কর তবে উহার পুত্রের সহিত বিবাহ দেও। এই কথায় তাহার বন্ধু বর্গ ঐ বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ না দিয়া ঐ বৃদ্ধের দ্বাদশ বর্ষীয় পুত্রের সহিত ঐ ত্রিংশৎ বর্ষীয়া নারীর বিবাহ দিল এবং ঐ নারী সেই দ্বাদশ বর্ষীয় বালকের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক লইয়া গেল। হে পাঠকগণ! এই

স্থলে বিবেচনা করিয়া দেখুন কত দুর উপহাস জনক কার্য্য হইল। কোথায় বর কন্যার পাণি গ্রহণ করিবে না কন্যাই বরের পাণি গ্রহণ করিল। এইরূপ ইহাদিগের আরও অনেক ঘটিয়া থাকে। হুগলি জেলার অন্তঃপাতি কোন গ্রামে এক প্রধান বংশীয় ত্রিকুল কন্যা ষড় বিংশতি বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত অবিবাহিতাবস্থায় অবস্থিতি করিয়া পরে এক দিন তাহার মাতাকে কহিল তুমি যদ্যপি আমার বিবাহ না দেও তবে আমি কুপথগামিনী হইব। কিন্তু তাহার মাতা বলিল আমি এরূপ দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারিব না। তোমার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ আমার প্রতি অতিশয় মন্যু করিবেন ও তাঁহাদিগের কুল একেবারে ক্ষয় হইবে, কারণ আমাদিগের সদৃশ ঘর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না; আমি তোমার নিমিত্ত এত বড় কুলটা একেবারে নষ্ট করিব? এবং সেই কুল নাশ দোষে দূষিত হইয়া পরলোকে নিরয় গামিনী ও ইহলোকে কুলনাশিনী নামে বিখ্যাত হইব? তুমি যাহা ইচ্ছা তাহাই কর। উহার মাতা এই কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইলেন, পরে লোক পরম্পরায় ঐ কথা ব্যক্ত হইলে সেই গ্রামস্থ কতিপয় ভদ্র সন্তান একত্রিত হইয়া তাহার বিবাহ দিবার জন্য বর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, পরে বংশ বাটীস্থ কোন ভদ্র গৃহস্থের দৌহিত্রকে প্রাপ্ত হইয়া তাহার সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিলেন, কন্যার মাতা মাতামহ আশ্রমে বাস করিতেন, তাঁহার মাতার মাতুল ঐ বিষয়ে অতিশয় রুষ্ট হইয়া উভয়কে আপন আলয় হইতে দুরীভূত করিলেন, তাহাতে যাহারা ঐ কন্যার বিবাহ দিয়াছিল তাঁহারা ঐ কন্যাকে লইয়া তাহার স্বামীর নিকট

রাখিয়া আসিল, এই ঘটনার কিছু দিন পরে সেই কন্যার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এক বরপাত্র ও এক ঘটক সমভিব্যাহারে লইয়া চট্টগ্রাম হইতে আগমন করিলেন, তদ্দৃষ্টে ঐ কন্যার মাতা বিষম বিপদে পতিত হইলেন এবং উহাকে কি বলিয়াই বা উত্তর প্রদান করিবেন তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে ঐ কন্যাকর্ত্তা জিজ্ঞাসিলেন মাতঃ ভগিনী কোথায়? তিনি বলিলেন সে শ্বশুরালয়ে আছে, এই কথা শুনিবামাত্রই তিনি একেবারে হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া কহিলেন, কি ভগিনী শ্বশুরালয়ে? তাহার বিবাহ কে দিল? হা! কে আমার এই সর্ব্বনাশের হেতু হইল, কেই বা আমাদিগের জীবন স্বরূপ এই কুল রত্ন একেবারে নষ্ট করিল। এই রূপ নানাবিধ বিলাপ ও কপালে এমত করাঘাত করিতে লাগিলেন যে তাহা দর্শন বা শ্রবণ করিলে সকলেরই অশ্রুপাত হয়, পরে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত সকলে নানাবিধ প্রবোধ বাক্য দ্বারা বুঝাইতে লাগিল, কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ না মানিয়া বরং বারম্বার ইহা বলিতে লাগিলেন তোমরা আমার ভগিনীকে আনিয়া দেও আমি পুনর্ব্বার তাহার বিবাহ দিয়া কুল রক্ষা করিব, এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে কহিলেন তাহা কি প্রকারে হইতে পারে যাহার একবার বিধিপূর্ব্বক বিবাহ হইয়াছে আবার কি প্রকারে তাহার বিবাহ দিবে, তাহা কখনই হইতে পারিবে না। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া কহিলেন, তবে তোমরা তাহার মৃত্যু সংবাদ লিখিয়া দেও, আমি স্বদেশে প্রচার করিব যে আমার ভগিনীর মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহারা তাহাতেই সম্মত হইলেন। এই প্রকারে ঐ ত্রিকুল দুহিতাগণের কতই দুর্দ্দশা

ঘটিয়া থাকে তাহা বর্ণনা করা যায় না। ইহার মধ্যে যাহারা অবিবাহিতাবস্থায় চিরকাল অতিবাহিত করে, তাহাদিগের আর দুঃখের সীমা থাকে না, তাহারা প্রায় অনেকেই কুলকলঙ্কিনী হইয়া কুলে কালি দিয়া কুপথ গামিনী হয় এবং ঐ দুষ্কর্ম্মের ফল স্বরূপ ভ্রূণ হত্যাদি মহাপাপে পতিত হয়। আহা! কি দুঃখের বিষয় যে তাহারা বিবাহ না হওয়া প্রযুক্তই এইরূপ দুষ্কর্ম্মে রত হয়।

বঙ্গ দেশীয় ভঙ্গ কুলীনদিগের বিষয়।

যাঁহারা আপন হস্তেই ঐ পবিত্র কুল ভঙ্গ করিয়া ভক্ষণ করেন, তাঁহাদিগকে স্বকৃতভঙ্গ বলা যায়, এই স্বকৃতভঙ্গদিগের মানের আর পরিসীমা থাকে না; ইহাঁরা ত্রিদশাধিপতির ন্যায় অতি আধিপত্য করিয়া থাকেন, ইহাঁরা প্রথমে কোন ধনাঢ্য বংশজ গৃহে আপন কুল ভঙ্গ করিয়া পরে অনেকানেক রমণীর পাণি গ্রহণ করেন, এবং লোকে ইহাঁদিগকে অতি আদর পূর্ব্বক আপন কন্যাগণকে প্রদান করেন। এই স্বকৃতভঙ্গদিগের সন্তানেরা দ্বিপুরুষে ও তাহাদের সন্তানগণ তিন পুরুষে, এইরূপ চারি পাঁচ ছয় ও সাত পুরুষ অবধি কুল থাকে, তাহার পর ঐ কুল একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। এই কুলীনেরা বহু সঙ্খ্যক বিবাহ করিয়া থাকেন, এবং ইহাঁদিগের বিবাহই উপজীবিকা, ইহাঁরা নবম বা দশম বর্ষবয়সে বিবাহ করিতে আরম্ভ করেন এবং আয়ুঃ শেষ হইলে তাহারও শেষ হয়। ইহাঁরা মন্ত্রদাতা গোঁসাইদিগের মত তল্পী ও ভৃত্য সঙ্গে করিয়া দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করেন, গোঁসাইগণ যেমন নূতন শিষ্যদিগকে মন্ত্র দান ও পুরাতন শিষ্যের নিকট হইতে

বার্ষিক গ্রহণ করিবার নিমিত্ত শিষ্যালয়ে গমন করেন, ইহাঁরাও তেমনি পুরাতন শ্বশুরালয়ে স্ত্রীদিগের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ এবং নূতন আলয়ে বিবাহের নিমিত্ত গমন করেন, ইহাঁদিগের নিকট এক এক খানা খাতা থাকে, তাহাতে কাহার কত গুলি বিবাহ হইয়াছে ও কোন বৎসর কোন স্থানে কাহাকে বিবাহ করিয়াছেন তাহা লিখিত থাকে; কিন্তু ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহাদের কিঞ্চিৎ সঙ্গতি থাকে, তাঁহারা আর শ্বশুরবাটীর প্রত্যাশা রাখেন না এবং তাঁহাদিগের মানও অধিক, তাঁহারা দশ বার মুদ্রা পূজা স্বরূপ প্রাপ্ত না হইলে শ্বশুরালয়ে গমন করেন না, এবং শ্বশুরেরাও প্রায় অনেকেই সামান্য গৃহস্থ, তাহারা কি প্রকারে এত ব্যয় করিয়া জামাতাকে লইয়া যাইতে পারে, সুতরাং ঐ কামিনীগণ চিরকালই এক অবস্থায় পিত্রালয়ে অবস্থিতি করে, এবং স্বামি সহবাস অভাব প্রযুক্ত কেহ কেহ অতি ঘৃণিত বিষয়েও প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই কুলীন মহাশয়দিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই একবার বিবাহ করিয়া আবার পুত্রের বিবাহের সময় স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন, সেই পুত্রও বিবাহের সময় পিতৃ দর্শন করেন। আহা! কি ঘৃণিত কার্য্য, ইহাঁরা ব্যভিচার দোষকে দোষ বলিয়া ঘৃণা করেন না বরং শ্লাঘা করিয়া বলেন, আমরা কুলীন সন্তান আমাদিগের উহাতে লজ্জা কি? কুলীনদিগের কাহার ঘরে এরূপ নাই এবং আমাদিগের পিতা পিতামহ ও প্রপিতামহ প্রভৃতি সকলেরই এইরূপ হইয়াছে, তবে আমারই বা ইহাতে অপমান কি, আমরা কুলীন গঙ্গার তুল্য পবিত্র, গঙ্গায় যেমন বিষ্ঠা মড়া প্রভৃতি নানাবিধ ঘৃণাজনক দ্রব্য

পতিত হইলেও তিনি অপবিত্র হন না, আমরাও তদ্রূপ। আহা! কি অজ্ঞানতার বিষয় ইহাদিগের পত্নীগণ ব্যভিচা-রিণী হইলেও অপমান হয় না, পুত্রগণ জারজ হইলেও মানের হানি হয় না, কেবল শ্বশুরালয়ে গিয়া পূজা না পাইলেই অতিশয় মানের লাঘব হইয়া থাকে। এই বিষয়ক একটী গল্প স্মরণ হইল, কৃষ্ণনগর জিলার অন্তঃপাতি কোন এক গ্রামে এক কুলীন গৃহস্থের জামাতা আসিয়াছিল, গৃহে তখন আর কেহই ছিল না, কেবল তাঁহার স্ত্রী একামাত্র বসি-য়াছিল, সে বহু দিবসের পর স্বামি সন্দর্শন করিয়া অতিশয় সন্তুষ্টচিত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অভ্যর্থনাদি করিল, তাহার স্বামি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন আমার জন্য কিছু রাখিতে পারিয়াছ কি না? ইহা শ্রবণ করিয়া তাহার স্ত্রী কহিল, আমি মেয়েমানুষ কোথায় কি পাইব যে তোমার জন্য রাখিব, স্বামিগণই স্ত্রী দিগকে প্রতিপালন করিয়া থাকেন ও অলঙ্কার বস্ত্রাদি প্রদান করেন, তুমি আমার জন্য কি আনিয়াছ বল, এই রহস্যজনক কথা শ্রবণ করিয়া তাহার স্বামি কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন; প্রস্থানকালে ঐ নারী অতিশয় নিষেধ করিতে লাগিল, তিনি কিছুতেই নিবৃত্ত হইলেন না, পরে সেই নারী অতিশয় দুঃখিতমনে চিন্তা করিতে লাগিল, আমি বিবাহের পর ইহাঁকে একবারও দৃষ্টি করি নাই এবং আমার বয়স প্রায় বিংশতি বৎসর অতীত হইল, স্বামি আমার চরিত্রের বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া কেবল অর্থের আশা করিলেন। আমি যদ্যপি কখন অর্থ সংগ্রহ করিতে পারি তবে ইহাঁকে অবশ্যই পাইব। এইরূপ চিন্তা করিয়া কুলে

জলাঞ্জলি প্রদান করত কলিকাতা নগরে আসিয়া বাস করিল। এই ঘটনার পর কিছু দিন গত হইলে এক দিবস সে আপন গৃহের গবাক্ষদ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া রাজপথ নিরীক্ষণ করিতেছিল, ইতি মধ্যে তাহার সেই স্বামি তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেন, এবং সে তাঁহাকে দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিল ও আপন দাসীকে কহিল, তুমি ঐ ব্রাহ্মণটীকে ডাকিয়া আন, দাসী তৎক্ষণাৎ তাহাই করিল, ব্রাহ্মণ ঐ বাটী বেশ্যার বলিয়া জানিতেন না, সুতরাং সেই স্থানে গমন পূর্ব্বক তাহার আতিথ্য গ্রহণ করিলেন, পরে সায়ংকাল উপস্থিত হইলে ঐ নারী এক খানি রজতময় পাত্রে বহু সংখ্যক মুদ্রা স্থাপন পূর্ব্বক তাহা হস্তে লইয়া সেই ব্রাহ্মণের সম্মুখে রাখিল, ব্রাহ্মণ তদ্দৃষ্টে অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া ঐ নারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? আর কি নিমিত্তই বা আমার প্রতি এত সদয় হইয়াছ, তাহা বিস্তারিত রূপে বর্ণনা কর। ইহা শ্রবণ করিয়া সেই নারী কহিল, আমি অমুক দেশের অমুক বংশের দুহিতা আমার নাম গৌরমণী; এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র ব্রাহ্মণ একেবারে বিস্ময়সাগরে মগ্ন হইলেন এবং আপন দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত মনে মনে অনুতাপ করিতে লাগিলেন ও সে স্থান হইতে প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু সেই বাররমণী কহিতে লাগিল। আমি তোমার জন্যই এরূপ দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি অর্থ না পাইলে আমার সহিত সহবাস করিবে না, এখন এই অর্থ গ্রহণ করিয়া সহবাস কর। ব্রাহ্মণ এই কথা শ্রবণ করিয়া একেবারে দুঃখার্ণবে পতিত হইলেন, এবং এই প্রতিজ্ঞা করিলেন এই পর্য্যন্ত আমাদিগের বংশে

যাহারা জন্ম গ্রহণ করিবে তাহারা যদ্যপি বহু নারীর পাণি গ্রহণ করে তবে ধর্ম্ম হইতে পতিত হইবে। পরে ব্রাহ্মণ স্বদেশে গমন করিলে পর বেশ্যাও ধন সম্পত্তি যাহা কিছু ছিল সদ্ব্যয় করত পরম পুণ্যধাম বৃন্দাবনে প্রস্থান করিল। হে পাঠকবর্গ! আপনারা এই স্থলে বিবেচনা করিয়া দেখুন কিরূপ ঘটনা হইল, কেবল কৌলীন্য মর্য্যাদাই ইহার মূলীভূত কারণ,এই কৌলীন্য মর্য্যাদার বশীভূত হইয়া রাঢ়ীয় শ্রেণীর কুলীন মহাশয়েরা কি দুষ্কর্ম্মই না করেন, আপন প্রাণ সদৃশ কুমারীগণকে এক অতি শীর্ণ জীর্ণ কলেবর বৃদ্ধের হস্তে দান করেন এবং সেই বৃদ্ধের মৃত্যু হইলে সকল কুমারী একেবারে বিষম বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হয়, সেই দশার যে কত ক্লেশ তাহা কে না জানেন, ইহা জানিয়াও পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয় জনেরা তাঁহাদের সদৃশ কুলীন একজন পাত্র প্রাপ্ত হইলেই কন্যা ভগিনী ভ্রাতৃপুত্রী প্রভৃতি সকল গুলিকেই ঐ এক বৃষে উৎসর্গ করিয়া দেন। হায়! ইহা কেবল বল্লালসেনই ঘটাইয়াছেন, তিনি যদ্যপি এই বঙ্গদেশে বিষ বৃক্ষ তুল্য কুলবৃক্ষ রোপণ না করিতেন, তাহা হইলে আর সেই বিষবৃক্ষের ফল স্বরূপ এই ব্যবহার দোষে বঙ্গদেশ দূষিত হইত না।

বংশজদিগের বিষয়।

এই কুলীন মহাশয়দিগের সাত পুরুষ অতীত হইলে ঐ বংশে যাঁহারা জন্ম গ্রহণ করেন, অথবা যাঁহাদিগের দুরদৃষ্ট বশত কন্যাগণ ক্ষুদ্র বংশে পতিত হয়, তাঁহাদিগের আর পূর্ব্বের মত মান সম্ভ্রম কিছুই থাকে না। তাঁহারা একেবারে

স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য লোকে পতিত হন,এবং তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা যেরূপ আধিপত্য করিয়াছিলেন তাহা করা দূরে থাকুক বরং তাহার বীপরিতই হয়,তাঁহারা যেমন বহু নারীর পাণি গ্রহণ করিতেন ও তাহাদিগকে অতি ঘৃণা করিতেন, ইহাঁরা তেমনি এক নারী লাভ করিবার নিমিত্ত বহু অর্থ ব্যয় ও বহু লোকের উপাসনা করিয়া থাকেন,তাঁহারা পরম রূপবতী ও গুণবতী ভার্য্যাগণকে অতিশয় তাচ্ছিল্য করিতেন, ইহাঁরা সেরূপ পাওয়া দূরে থাকুক খাঁদা বোঁচা যাহা কিছু পান তাহাই অতি যত্ন পূর্ব্বক গ্রহণ করেন, এবং এই বিবাহ করিবার জন্য অনেকেই জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত মধু মক্ষিকার ন্যায় ধন সঞ্চয় করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া লোকযাত্রা সম্বরণ করেন। কেহ বা তিন চারি বৎসর বয়স্কা বালিকাকে দুই তিন শত টাকা মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া থাকেন ও তাহার দ্বাদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স না হইতেই আপনি পটল তোলেন। কেহ কেহ বা এরূপ দুই তিন বর্ষীয়া বালিকাকে বিবাহ করিয়া তাহার গর্ভধারিণীর সহিত তাহাকে আপন আবাসে আনিয়া রাখেন,তাঁহারা এক প্রকার মন্দ করেন না, ফলে উপকার হউক বা নাহউক গাছে উপকার আশু হইবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ স্থাবর অস্থাবর যাহা কিছু সম্পত্তি থাকে, তাহা বিক্রয় করিয়া পিশাচ জন্ম হইতে পরিত্রাণ পান, এবং ইহাদিগের মধ্যে যাঁহারা চারি পাঁচ ভাই, তাঁহারা প্রায় অনেকেই পঞ্চ পাণ্ডবের ন্যায় বিবাহ করেন, এবং ইহাঁদিগের ঘরে আইবড় বঠ্‌ঠাকুর অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। প্রায় অনেকেই বংশ রক্ষার নিমিত্ত কনিষ্ঠ ভ্রাতাটির বিবাহ দিয়া আপনি আইবড় বঠ্‌ঠাকুর হইয়া বসিয়া থাকেন,

কেহ আপন কন্যাগণকে পরিবর্ত্ত করিয়া পুত্রগণের গতি করেন। এই প্রকার বিবাহের নিমিত্ত তাঁহাদিগের যে কত দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে তাহা বলা যায় না, জাতি নাশ, অর্থ নাশ, মান নাশ প্রভৃতি সর্ব্বনাশ ঘটে, এবং প্রতারক ঘটকগণ অর্থ লোলুপ হইয়া ব্রাহ্মণ কন্যা বলিয়া সামান্য জাতীয় কন্যাগণকে ঐ ব্রাহ্মণদিগের পুত্রের সহিত বিবাহ দেয়, বরকর্ত্তাগণ বিশেষ অনুসন্ধান করেন না কেবল কন্যাটি বড় ও সুলভ দেখিয়া একেবারে আহ্লাদে আট্‌খানা হইয়া যান; পরে সেই বঞ্চনা প্রকাশ হইলে একেবারে বিষম বিপদে পতিত হন। এই অর্থ লোভে কুলীন দয়িতাগণ আপন দুহিতাগণকে ঐ বংশজ গৃহে বহু অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক বিক্রয় করিয়া ভর্ত্তৃ-কুল দূষিত করেন এবং ঐ কন্যাগণকে প্রাপ্ত হইলে তাহার পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়েরা পুনর্ব্বার বিবাহ দিয়া আপন কুল রক্ষা করেন, কেহ বা অতি অপ্রতুল বশতঃ এক কন্যার দ্বিবার বিবাহ দেন, কেহ কেহ সপ্ততি বা অশীতি বর্ষীয় বরের সহিত সপ্তম বা অষ্টম বর্ষীয়া বালিকার বিবাহ দিয়া বহু মুদ্রা গ্রহণ করেন ও ইহাদিগের মধ্যে যদ্যপি কাহারও তনয়া ক্ষয়-কাশাদি রোগে রুগ্ন থাকে তবে সেই রোগ গোপন করিয়া দুই তিন শত মুদ্রা পণ গ্রহণ করিয়া তাহার বিবাহ দেন, পরে সেই কন্যা দুই তিন মাসের মধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হয় এবং যাহারা কন্যা গ্রহণ করিয়াছিল তাহারা বিষম বিপদে পড়ে। এই বংশজদিগের বিবাহ বিষয়ক কতিপয় ঘটনা স্মরণ হইল, তাহা সর্ব্ব সাধারণের বিদিতার্থ এই স্থলে বর্ণনা করিতেছি। এক জনের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম

ত্রিবেণীর পশ্চিম দেবানন্দপুর নামক গ্রামে এক ব্যক্তি কন্যা গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আসনে উপবেশন করিয়াছেন এমত সময়ে সেই কন্যা কহিল আমার সহিত ব্রাহ্মণের বিবাহ দিও না আমি সদ্গোপের কন্যা, এই কথা শ্রবণ করিয়া সকলে চমৎকৃত হইল এবং সম্বন্ধ কর্ত্তা ঘটককে উত্তম মধ্যম রূপে পুরস্কার দিল। কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণ অতি ইতর জাতীয় কন্যার সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন, বহু দিবসাবধি তাহা জানিতে পারেন নাই, পরে এক দিবস ঐ ব্রাহ্মণের বাটীতে তাহার পরিবারেরা পৈতা প্রস্তুত করিতেছিল, ইতিমধ্যে ঐ বধূ কহিল, তোমরা এমন করিয়া টানা করিতেছ কেন? ইহাতে কি কাপড় বোণা হইবে? আমার বাপ এমন করিয়া টানা করে না, ইহা শুনিয়া তাহারা কহিল তুমি কি তাঁতির মেয়ে? সে তাহাতে কিছুই উত্তর করিল না, পরে তাহারা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিল সে জোলার কন্যা। এক জন ব্রাহ্মণ ও তাহার উপপত্নী এক ব্রাহ্মণী এই উভয়ে একটি নাপিত কন্যাকে স্বীয় তনয়া বলিয়া এবং আপনাদিগকে দম্পতীরূপে পরিচয় দিয়া এই মহানগরস্থ এক গৃহস্থকে বঞ্চনা করিয়াছিল। সেই গৃহস্থেরা বহু কালাবধি ঐ ব্যাপার অবগত হন নাই, পরে কোন সময়ে ঐ বধূর অতি শঙ্কটাপন্ন পীড়া উপস্থিত হইল, তাহাতে সেই বাটীর এক ব্যক্তি কহিল, আহা! ইহার এমনও পিতা মাতা যে ইহাকে একেবারে সীতা নির্ব্বাসনের ন্যায় নির্ব্বাসন করিয়া দিয়াছে, ইহার এতাদৃশ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে তাহারা একবার উদ্দেশ করিল না। এই কথা শ্রবণ করিবামাত্র সেই বধূ

বলিল, আমার মা বাপ আবার কে? তাঁহারা ব্রাহ্মণ আমি নাপিত কন্যা, এই কথা শুনিয়া সকলে মনে করিল ইহা বিকারের প্রলাপ হইবে। পরে ঐ বধূ রোগ মুক্ত হইলে তাঁহারা বিশেষ অনুসন্ধান দ্বারা জানিতে পারিলেন যে সে যথার্থই নাপিত কন্যা, কিন্তু জানিয়াও ঐ বহু-মূল্যের বধূটিকে ত্যাগ করিতে পারিলেন না, সে দাসীর মত গৃহে রহিল, পরে তাহার গর্ব্ভে অনেক সন্তান সন্ততিও জন্মিল। দেখ আবার বর্ণ সঙ্কর উৎপন্ন হইল, এখন এজাতির কি উপাধি হইবে?

জাতিভেদ।

অতি প্রাচীনকালে এই ভারতবর্ষে চারি বর্ণ মাত্র ছিল, যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র। পুরাণে কথিত আছে যে, এই সকল বর্ণ ব্রহ্মার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে উৎপন্ন হয়, এবং তাহাদিগের কার্য্যকারণেরও বিশেষ নিয়মাদি ছিল, যথা ব্রাহ্মণগণ বেদ অধ্যয়ন, ক্ষত্রিয়গণ রাজ্য শাসন, ও বৈশ্যগণ ব্যবসায়, এবং শূদ্রগণ দাসত্ব কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিত। কিন্তু এক্ষণকার মত আচার ব্যবহারাদির কোন কঠিন নিয়ম তৎকালে প্রচলিত হয় নাই। কেহ কাহার অন্ন গ্রহণ করিলে তাহার জাতি নাশ হইত না, কেহ অন্য জাতীয় কন্যা গ্রহণ করিলেও পতিত হইত না। মহাভারতে ইহা বাহুল্যরূপে বর্ণিত আছে। অধিক কি কহিব তৎকালে ব্যভিচারাদি বিষম দোষও দোষ বলিয়া ধর্ত্তব্য হইত না, ইহা সম্ভব পর্ব্বে বিশেষ রূপে বর্ণিত আছে, তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত হইল। এই অবনীমণ্ডলে উদ্দালক নামে এক

মহর্ষি ছিলেন, তাঁহার শ্বেতকেতু নামে এক পুত্র ছিল, এক দিবস ঐ ঋষি পুত্র কলত্রে পরিবেষ্টিত হইয়া উপবিষ্ট আছেন, এমত সময় সেই স্থানে অন্য এক ব্যক্তি আসিয়া ঋষি-পত্নীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক লইয়া চলিল। তদ্দর্শনে ঋষি কুমার জিজ্ঞাসা করিল। পিতঃ! আমার মাতাকে ঐ ব্যক্তি লইয়া চলিল কেন? পিতা উত্তর করিলেন, ব্রহ্মার সৃষ্টির এইরূপ নিয়ম, ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ কুমার একেবারে হুতাশনের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, ব্রহ্মা বেটা সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার নিয়ম সংস্থাপন করে নাই, আমি তাহার সৃষ্টি নাশ করিয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিব, পরে সকলে তাঁহার এতাদৃশ ক্রোধ দর্শনে স্তুতিবাদ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, তুমি ব্রহ্মার সৃষ্টি নষ্ট করিয়া তাঁহার অবমাননা করিও না, তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তাহার নিয়ম সংস্থাপন কর, এবং অদ্যাবধি তোমার নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া যে কেহ কার্য্য করিবে, সে ধর্ম্ম হইতে পতিত হইবে ও লোক সমাজে অতি ঘৃণার পাত্র হইবে। পরে সেই ঋষিপুত্র এই নিয়ম সংস্থাপন করিলেন, যথা এই পর্য্যন্ত যে নারী আপন স্বামি ব্যতীত অপরকে স্পর্শ করিবে, তাহার উভয় কাল নষ্ট হইবে, এবং তাহাকে কেহ স্পর্শ করিলে সেও পতিত হইবে, পরে সেই নিয়ম অবলম্বন করিয়া একাল পর্য্যন্ত সকলেই চলিতেছে। জাতিভেদও প্রায় সেই রূপেই সৃষ্ট হইয়াছে। পুরাণে কথিত আছে যে, বলিরাজ-পুত্র বাণ মহাশয় অতি শৈব ছিলেন, তাঁহার রাজত্ব কালে বিবাহাদির কোন নিয়ম নির্দ্ধারিত ছিলনা, সুতরাং সকলেই যথেচ্ছাচারী হইয়া যাহা

স্বেচ্ছা তাহাই করিত, এইরূপে নানা বর্ণে মিশ্রিত হইয়া বহু বর্ণ সঙ্কর উৎপন্ন হইতে লাগিল, পরে বাণ রাজা লোকান্তরিত হইলে তাঁহার পুত্র পৃথু রাজ্যেশ্বর হইলেন, এবং বর্ণ বিষয়ক অতি বিশৃঙ্খলতা দৃষ্টি করিয়া সুশৃঙ্খলা করণাশয়ে ছত্রিশ জাতির প্রভেদ করিলেন, এবং যে যেমন অংশে উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহার সেই পরিমাণে মান প্রদান করিলেন, তদবধি এই নিয়ম যথাক্রমে চলিতেছে, কিন্তু এক্ষণে আমাদিগের এই বঙ্গদেশীয় নব্য সম্প্রদায়ী মহোদয়গণ এই নিয়ম উচ্ছন্ন করিবার নিমিত্ত অতিশয় ব্যস্ত হইয়াছেন, আর এই বিষয়ক অনেক প্রস্তাবাদিও লিখিত হইয়াছে, এবং অনেকে বলেন, এই জাতিভেদ আমাদিগের সকল সুখের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়াছে, যদি এই জাতিভেদ না থাকিত তবে আমাদিগের এতাদৃশ দুরবস্থা কখনই ঘটিত না, আমরা অনায়াসে দেশ বিদেশ ভ্রমণ পূর্ব্বক সকল দেশের আচার ব্যবহার এবং রীতি নীতি পদ্ধতি অবলোকন করিয়া বুদ্ধি বৃত্তি চরিতার্থ করিতাম, এবং সমুদ্র পথে পোতাদি জলযান সকল লইয়া বাণিজ্যাদি করিতে সমর্থ হইতাম, এবং সকলে এক জাতি হইলে পরস্পর ঐক্য স্থাপন হইত, আর সেই ঐক্য প্রভাবে আমরা এই পরাধীনতা শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতাম, এবং এই জাত্যভিমান না থাকিলে সকলেই অভিমানি হইয়া প্রধান হইবার মানসে বিদ্যাভ্যাসে যত্নবান হইত, এবং সকল লোকের মনাকাশে জ্ঞান সূর্য্য প্রকাশ হইয়া অজ্ঞান তিমির নষ্ট করিত, এবং আমাদিগের দেশ হইতে মিথ্যা প্রতারণা চৌর্য্য ও হত্যা প্রভৃতি দোষ সমূহ একেবারে দূরীভূত হইত,

আমাদিগের দেশে বিবাহাদির যে রূপ অনিয়ম আছে তাহারও অভাব হইত, কারণ যাহার কন্যা রূপবতী ও গুণবতী হইত সকলে তাহার কন্যাই গ্রহণ করিত, এবং যাহার পুত্র গুণবান হইত তাহাকেই সকলে কন্যা দান করিত, আর সকলে এক জাতি হইলে একাসনে উপবেশন করিয়া অন্ন আহার করিত, আহা! একান্ন আহারেতে যে কতদূর মিত্রতা জন্মায় তাহা কাহার অবিদিত আছে, এবং এই মিত্রতা বশতঃ একের বিপদ উপস্থিত হইলে অন্যে সহায়তা করিত, এইরূপে আমাদিগের এই বাঙ্গলা ধাম পরম সুখধাম হইত। এই প্রকারে অনেকেই এই জাতিভেদের অভেদ করিবার নিমিত্ত বিশেষরূপে যত্ন করিতেছেন, এবং এবিষয়ে কেহ কেহ কৃতকার্য্যও হইয়াছেন, কিন্তু এখনও প্রকাশ্যরূপে হইতে পারেন নাই, তাঁহারা গোপনে প্রদীপ নির্ব্বাণ পূর্ব্বক পর অন্ন ভক্ষণ করিয়া স্বদেশের পরম হিতসাধন করিলাম বলিয়া কতই শ্লাঘা করেন, কিন্তু ইহা সাধারণে প্রচলিত হইলে আমরাও শ্লাঘা করিব ও রন্ধন ক্লেশ হইতে মুক্ত হইয়া অনায়াসে ক্রয় করিয়া ভোজন করিব, এবং পুত্র কন্যাগণের বিবাহের নিমিত্তও বড় ভাবিতে হইবেনা অনায়াসেই ঐ কার্য্য সমাধা হইবে, কোথায় স্বজাতীয় পুত্র কন্যা চেষ্টা করিব? এই সহরে অনেক ধনাঢ্য স্বর্ণবণিক বসতি করেন তাঁহাদিগের আলয়েই উহাদিগের বিবাহ দিব। আহা! কি দুঃখের বিষয় যে আমাদিগের এই নব্যসম্প্রদায়ী মহোদয়গণ কেবল এই জাতিভেদের উপরেই বিরক্ত হইয়াছেন! কিন্তু ইহা অপেক্ষা যে কত গুরুতর দোষে এই দেশ একেবারে ছারখার হইতেছে, তাহার

প্রতি ইহাঁরা একবারও দৃষ্টিপাত করেন না, এবং যে বিষয়ে অনায়াসে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন ও যাহাতে স্বদেশের বিশেষ উপকার দর্শিবে তাহার চেষ্টা করেন না, ইহাঁরা এই জাতি ভেদের অভেদ হইলে কি প্রকারে স্বাধীন হইবেন তা ইহাঁরাই জানেন, ইহাঁদিগের কি পর অন্ন ভোজনে বল বিক্রম বৃদ্ধি হইবে? যদি তাহা হয় তবে ক্ষতি নাই, কেননা তাহা হইলে আমাদিগেরও এতাদৃশ দুরবস্থা থাকিবে না, আমরা স্বাধীন দেশের মহিলা হইয়া এই হীনাবস্থা হইতে উদ্ধার হইব এবং পরম সুখ সৌভাগ্যে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইব। এক অন্ন ভোজন করিয়া যে ঐক্য স্থাপন করিবেন তাহা কি প্রকারে সম্ভব, ইহাঁদিগের একান্নভোজী স্বজাতীয় ত অধিক আছেন, তাঁহাদিগের সহিত কত ঐক্য আছে; অগ্রে তাঁহাদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করুন, পরে সাধারণের সহিত করিবেন, সাধারণের কথা দূরে থাকুক, এই বঙ্গদেশীয়দিগের মধ্যে সহোদরের সহিতই বা কয় ব্যক্তির মিত্রতা আছে? হায়! যখন এক রক্তে উৎপন্ন হইয়া এক স্তন পান করিয়া এবং এক স্নেহে প্রতিপালিত হইয়া ঐক্য স্থাপন হইল না, তখন কি প্রকারে কেবল একান্ন ভোজনেই ঐক্য স্থাপন করিবেন। সহোদরের কথা দূরে থাকুক, কারণ তাহার সহিত বাল্যকালে একত্র থাকিয়া পরে এক প্রকার স্বতন্ত্র হইতে হয়; কিন্তু স্ত্রীপুত্রাদি পরিজন বর্গ যাহারা আপন অঙ্গের স্বরূপ, তাহাদিগের সহিত কত লোকের যথার্থ মিত্রতা আছে? হায়! যাহাদিগের সহিত আমরণ সহবাস করিতে হয়, যখন তাহাদিগের সহিত ঐক্য স্থাপন হইল না, তখন

কি প্রকারে জগৎস্থ সমস্ত লোকের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিবেন। যখন জাতিভেদের অভেদ হইলেও ঐক্য স্থাপনের কোন উপায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না, তখন কি প্রকারে বল বৃদ্ধি হইবে, যেহেতু ঐক্যই বলের এক প্রধান কারণ, তবে সেই ঐক্যাভাবে কি প্রকারে ঐ কার্য্য সমাধা হইতে পারে, যদি তাহাই না হইল তবে আর জাতিভেদের অভেদ করিবার কি প্রয়োজন। যদি বিবাহাদির নিমিত্ত হয় তবে বড় মন্দ নয়, কিন্তু অগ্রে আমাদিগের দেশে বিবাহ বিষয়ক যে সকল অনিয়ম প্রচলিত আছে তাহা নিবারণ করুন, পরে অন্য জাতীয়ের সহিত বিবাহ হইবে, আর যদি পান ভোজনাদির সুবিধার নিমিত্ত হয় তবে এই স্থলে বক্তব্য এই যে আমাদিগের দেশে কত লোক অন্না-ভাবে কষ্ট পাইতেছেন, এবং সমুদ্র পথেই বা কত লোক গমনাগমন করিতেছেন, আর গমন করিয়াই বা ভোজনা-ভাবে কত লোকের প্রাণ বিয়োগ হইতেছে এবং এই বঙ্গ-দেশীয়দিগের মধ্যে কত ব্যক্তিই বা দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিয়া জাতিভ্রষ্ট হইতেছেন। ইহাঁরা অগ্রে এই ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিক ভ্রমণ পূর্ব্বক স্বদেশীয়দিগের আচার ব্যবহারাদি দর্শন করুন, পরে অন্যান্য দেশ দর্শন করিবেন, ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিক দর্শন দূরে থাকুক, এই বঙ্গদেশের চতুর্দ্দিক দর্শন করুন, বঙ্গদেশের কথা দূরে থাকুক, ইহাঁরা যে নগরে বা গ্রামে বাস করেন তাহার চতুর্দ্দিক দৃষ্টি করিয়াছেন কি না সন্দেহ; অতএব অগ্রে ইহাঁরা এই সমস্ত দর্শন করত তত্রস্থ লোক সমূহের আচার ব্যবহারাদি পরিজ্ঞাত হউন, পরে অন্য দেশীয়দিগের আচার ব্যবহার দৃষ্টি করিবেন।

আমার এই স্থলে নিবেদন এই যে কেহ আমার এই উক্তিতে বিরক্ত হইবেন না, বরং বিবেচনা পূর্ব্বক এই দেশের দুরবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিবেন, এই বঙ্গদেশ নানা প্রকার অনিয়মে পরিপূর্ণ রহিয়াছে, পরিবর্ত্তন করিতে হইলে তাহার সমুদয় পরিবর্ত্তন করিতে হয়, নতুবা একের উপর টান পড়িলে অন্য আসিয়া উপস্থিত হয়; যেমন বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু বাল্য বিবাহটি উঠিল না এবং বহু বিবাহ নিবারণের আইন প্রচলিত হইবে, কিন্তু কৌলীন্য মর্য্যাদাটি থাকিবে। বিধবা ও বহু বিবাহ ফল স্বরূপ কিন্তু কৌলীন্য মর্য্যাদা ও বাল্য বিবাহ বৃক্ষ স্বরূপ হইয়াছে। যেমন বৃক্ষ সত্তে কখনই ফল একেবারে নষ্ট হয় না, তেমনি কৌলীন্য মর্য্যাদা ও বাল্যবিবাহ সত্তে কখনই বৈধব্য যন্ত্রণা ও বহু বিবাহ নিবারণ করিতে পারিবেন না, যেহেতু কারণ থাকিতে কার্য্য কখনই একেবারে নিবারিত হয় না, তাহা প্রকাশ্যেই হউক বা অপ্রকাশ্যেই হউক অধিক পরিমাণেই হউক আর অল্প পরিমাণেই হউক অবশ্যই হইবে। অতএব আপনারা অগ্রে কারণ নষ্ট করিয়া, পরে কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি করিবেন। এইস্থলে আমার নিবেদন এই যে, আপনারা বিশেষ রূপ বিবেচনা করিয়া দেখুন, কোন একটা নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইলে কত ক্লেশই সহ্য করিতে হয়, এবং সেই কার্য্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত কত লোকেরই উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে হয় এবং কত লোকেরই যে বিপক্ষ হইতে হয় তাহা বলা যায় না; অধিক কি বলিব ঐ কার্য্য সম্পাদকের প্রাণের উপরেও আঘাত পড়িবার সম্ভাবনা। দেখ যখন বিধবা বিবাহের আইন প্রচলিত হয়, তখন কত লোকই যে

তাহার বিরুদ্ধে খড়্গ ধারণ করিয়াছিল, এবং ঐ কার্য্য সম্পাদককে কতই যে গ্লানি সহ্য করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। কিন্তু যত পরিমাণে কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন যে ঐ কার্য্য সম্পাদক মহাশয় তদ্বিষয়ে কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আমি বিবেচনা করি যে পরিমাণে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম করিয়াছিলেন, এবং যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, তাহার শতাংশের একাংশও ফল লাভ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। দেখ তথাপি এই বিধবা বিবাহ শাস্ত্রমত ও যুক্তিসিদ্ধ এবং এই বিধবাবিবাহ প্রচলিত না থাকা প্রযুক্ত লোকে কতই কষ্ট সহ্য করিতেছে, তথাপি সর্ব্বপ্রকারে কর্ত্তব্য যে এই বিধবা বিবাহ ইহাতে সহসা প্রবৃত্ত হইতে পরাঙ্মুখ হইতেছে। দেখ ঐ কার্য্য সম্পাদক মহাশয় এতাদৃশ ক্ষমতাবান্ যে উহাঁর তুল্য দ্বিতীয় ব্যক্তি এই ভারতবর্ষে বর্ত্তমান আছেন কি না সন্দেহস্থল। বিধবাবিবাহের কথা দূরে থাকুক, অতি অনিষ্টকর এবং হৃদয় বিদারক সহমরণ ও শিকদিগের বালিকা হনন এবং পূর্ব্বদেশীয়দিগের সাগরে সন্তান বিসর্জ্জনাদি অতি গর্হিত কর্ম্ম সকল নিবারণ করিবার সময় ঐ নিবারকগণকে কতই যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল এবং কত লোকই যে তাঁহাদিগের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহা বলা যায় না, অধিক কি কহিব ঐ সহমরণ উঠাইবার সময় তদ্বিপক্ষে এক সভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং এই কার্য্য সম্পাদন করিবার নিমিত্ত রাজা রামমোহন রায় মহাশয় আপন প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি ঐ মহাত্মার নামোল্লেখ করিলে আমাদিগের হিন্দু-

ধর্ম্মাভিমানী মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকই কর্ণ বিবরে অঙ্গুলি অর্পণ করিয়া থাকেন, এই ভয়ানক দোষাবহ কার্য্য-সমূহ নিবারণ করিবার নিমিত্ত যেখানে এতাদৃশ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইয়াছিল এবং লোক সকলে এতাদৃশ বিপ-ক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, সেখানে অত্যল্প লোকের অনিষ্টকর এই জাতিভেদ কি প্রকারে বঙ্গদেশ হইতে উঠাইয়া দিবেন, যেহেতু ইহা পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকলের ন্যায় সাধারণের বিশেষ কোন অনিষ্ট করিতেছে না, তবে কি প্রকারে সর্ব্ব সাধারণের হৃদয় হইতে ইহা তিরোহিত হইবে। এই জাত্যভিমান লোকের হৃদয় ভাণ্ডারে যে প্রকার দৃঢরূপে অবস্থিতি করিতেছে, আমি বোধ করি আর কিছুই সেরূপ হইতে পারে না, আমাদিগের দেশে যত প্রকার আচার ব্যবহার প্রচলিত আছে, সে সমুদয়ের মধ্যে যে কোন বিষয় হউক না কেন কেহ না কেহ অজ্ঞাত থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু এই জাত্যভিমানটি সকলেরই হৃদয়ঙ্গম আছে, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি বনিতা এবিষয় কেহই অজ্ঞাত নহে,তবে কি প্রকারে একেবারে সাধারণের মন হইতে হঠাৎ যাইতে পারে এবং কি প্রকারেই বা সকলের মন হইতে এই বৃহৎ অভিমান দূর হইবে, কি প্রকারেই বা লোক সমূহের চির সংস্কার নষ্ট হইবে, কি প্রকারেই বা পরস্পরের একান্ন ভোজনে অভিরুচি জন্মিবে। দেখ অতি নীচ জাতি হড্ডি ও চণ্ডালদিগকে দৃষ্টি করিবামাত্র যখন ঘৃণা উপস্থিত হয়, তখন কি প্রকারে তাহাদের অন্ন পানীয় গ্রহণ করিতে সকলের অভিরুচি হইবেক, দুই এক জন গ্রহণ করিতে পারেন করুন কিন্তু সাধারণে তাহাতে কখনই প্রবৃত্ত হইতে

পারিবেন না, অতএব যাহা সাধারণে প্রচলিত না হইল, তাহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? গোপনে কে কি না করিতেছেন, কিন্তু প্রকাশ হইলেই বিষম অত্যাচার বোধ হয়। জাতি, আচার, ব্যবহারাদি সকলই মনুষ্যের সৃষ্ট, যাহা দেখিতে উত্তম ও পদ্ধতিক্রমে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ উপযোগী তাহাই কর্ত্তব্য, এই রূপ বিবেচনা করিয়া আমাদিগের পূর্ব্বতন মহাত্মাগণ এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া লোক সকল চিরকাল অতিবাহিত করিবে এই মানসে উহার প্রতি দৃঢ় গ্রন্থি স্বরূপ এক এক অনুশাসন স্থাপন করিয়াছেন, সেই অনুশাসন ভয়ে ভীত হইয়া অদ্যাবধি হিন্দুগণ চলিতেছেন, অন্যান্য দেশে আমাদিগের মত অন্ন পানাদির উপর ঐ নিয়ম থাকুক বা না থাকুক, কুল মানাদির উপর আছে।

বহু দিবস অতীত হইল, আমি এতদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু বামা জাতি সহসা কোন বিষয়ে সাহস করিতে সমর্থ হই নাই, কারণ বুদ্ধি বাম বশতঃ পাছে বিজ্ঞ সমাজে উপহাসের পাত্রী হই, এই আশঙ্কায় নিরস্ত ছিলাম, এক্ষণে আমার এই হীনাবস্থায় তাহার উল্লেখ করিলাম।

বাল্যবিবাহ।

এই বাল্য-বিবাহ যে অতি অনিষ্টের মূল তাহা কাহার না বিদিত আছে, এবং এই বাল্য-বিবাহই আমাদিগের হীনাবস্থার এক প্রধান কারণ হইয়াছে, এই বাল্য বিবাহই আমাদিগের দুর্ভাগ্যের সোপান স্বরূপ! হে স্বদেশ হিতৈষী বন্ধুগণ! তোমরা অগ্রে এই বিষম অনিষ্টকর বিষয়টী নষ্ট

করিয়া সাধারণের কষ্ট দূর কর, পরে অন্য বিষয়ে হস্তার্পণ করিবেন। আহা! এই বাল্য-বিবাহের যে কত যন্ত্রণা তাহা কে না জানেন, এবং এই বিবাহের নিমিত্ত কাহাকেই বা দগ্ধ হইতে না হয়, এবং এই বঙ্গদেশীয় দিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তিই বা ইহার প্রতি বিরক্ত না হন। আহা! আমাদিগের দেশে যদি এই বাল্য-বিবাহ প্রচলিত না থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগের এদেশ কত সুখজনক হইত তাহা বলা যায় না। পিতা মাতা আপনাদিগের নয়ন তৃপ্ত করণাশয়ে হউক অথবা এই বৃহৎ কর্ম্ম সমাধা করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার নিমিত্তই হউক, আপন আপন বাকল বালিকাগণকে অতি অজ্ঞানাবস্থাতেই বিবাহ দিয়া একেবারে চিরকালের নিমিত্ত বিষম বিপদ্গ্রস্ত করিয়া দেন। এই বিবাহ পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের কিছু কাল কিঞ্চিৎ নয়ন তৃপ্তিকর হয় বটে, কিন্তু ঐ বর কন্যাগণের একেবারে মাথা খাওয়া হয়, কারণ উহাদিগের অনভিমতে ঐ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, এবং উভয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে যখন সক্ষম হয়, তখন উহারা পরস্পরে দোষ গুণের বিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় বিবাদিত হইয়া চির কাল অতিবাহিত করে, হয়ত বর মূর্খতা ও পান দোষাদিতে মূর্ত্তিমান হইয়া উভয় কুলস্থ বন্ধুগণকে দগ্ধ করিতে থাকেন, নয় ত ঐ কন্যা বরের মনোমত না হওয়া প্রযুক্ত বরই দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করেন। এইরূপে উভয়ে সমতুল্য না হওয়া প্রযুক্ত পরস্পরের মিত্রভাব হওয়া দূরে থাকুক বরং বিষম বৈরী ভাবই উপস্থিত হইয়া থাকে, এই প্রকারে প্রায় সকল গৃহেই দম্পতী কলহ উপস্থিত হইয়া থাকে। আহা! ঐ দম্পতী-

গণ যদ্যপি আপন মনোমত পতি ও পত্নী লাভ করিত, তবে আর তাহাদিগের সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকিত না। আহা! কি অসঙ্গত কার্য্য, যে পিতা মাতার অথবা কোন এক জন আত্মীয়ের অভিমতানুসারেই ঐ কার্য্য নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, এবং তাঁহারা কন্যা পাত্রাদির রূপ গুণাদির বিষয়ে সবিশেষ বিবেচনা না করিয়া কেবল তাহারা কি প্রকারে শ্রেষ্ঠ পতি ও সর্ব্ব গুণালঙ্কৃতা পত্নী লাভ করিবে এবং কি প্রকারেই বা আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বংশে তাহাদিগের বিবাহ দিয়া আত্ম মান গৌরব বৃদ্ধি করিবেন তাহারই উপায় চিন্তা করেন ও দেশ বিদেশে ঘটক প্রেরণ পূর্ব্বক পাত্র কন্যার অন্বেষণ করেন, ঘটকগণ অর্থ লালসায় মিথ্যা ও প্রতারণার দ্বারা তাহাদিগকে বঞ্চনা করিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং এই ঘটনাতে কোন কোন স্থানে বিষম বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে, ঘটকগণ স্বভাবতই অতি চতুর হয়, চতুরগণ চাতুর্য্য দ্বারা কোন্ কার্য্য করিতেই বা অসমর্থ, তাহারা অনায়াসেই উভয় পক্ষকে মুগ্ধ করিয়া খাঁটির সহিত মেকি ভেঁজাল দিয়া সর্ব্বনাশ ঘটায়। আহা! কি পরিতাপের বিষয়, পিতা মাতা স্বীয় পুত্র কন্যাগণের মতামত গ্রহণ না করিয়া তাহাদিগকে চিরবন্ধন রূপ উদ্বাহ বন্ধনে আবদ্ধ করেন, এবং তাহাদিগের ভবিষ্যৎ মঙ্গলামঙ্গলের বিষয় চিন্তা না করিয়া কেবল আপন মান গৌরবের উপরই লক্ষ করেন। এই স্থলে বক্তব্য এই যে পরস্পর ঐক্য পূর্ব্বক উদ্বাহ বন্ধনে বদ্ধ হওয়া দূরে থাকুক, যদ্যপি জনক জননী ও অন্যান্য সুহৃদগণ বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্বচক্ষে পাত্র কন্যা দর্শন করিয়া তাহাদিগের স্বভাব ও সৌন্দর্য্যের

প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি করিয়া তাহাদিগের সমতুল্য পাত্র কন্যাগণের সহিত বিবাহ দেন এবং ঘটকালিরূপ হাড়-কালিকর বিষয়টী রহিত করেন, তবে আর আমাদিগের সৌভাগ্যের পরিসীমা থাকে না। পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে যে উভয়ে সর্ব্বাংশে তুল্য না হইলে কখনই কোন বিষয়ে ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই, দম্পতীর মধ্যে এক জন উত্তম অপর জন অধম হইলে একের প্রতি অন্যের তাচ্ছিল্য করিবার অধিক সম্ভাবনা, অতএব যে স্থলে দম্পতীর মধ্যে একের প্রতি অন্য অবজ্ঞা করিল সে স্থলে কি প্রকারে তাহারা অকৃত্রিম স্নেহে ও যথার্থ প্রণয়ে বদ্ধ হইবে এবং সেই প্রণয় বিরহ স্থলেই বা তাহারা কি প্রকারে আমরণ একত্রে সহবাস করিতে সমর্থ হইবে, এবং তাহারা সেই বিষম পাশে বদ্ধ হওত যাবৎ জীবন অতি ভীষণ যন্ত্রণা কি প্রকারেই বা সহ্য করিতে সমর্থ হইবে, এই দম্পতীর মধ্যে যদ্যপি স্বামী নিকৃষ্ট ও ভার্য্যা উৎকৃষ্টা হয়, তবে ভার্য্যার আর দুঃখের পরিসীমা থাকে না, যদি স্ত্রী স্বর্গ-বিদ্যাধরী সদৃশ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী কিন্তু তাহার স্বামী অতিশয় কুরূপ ও বিকলাঙ্গ হয় অথবা নানাবিধ মাদক দ্রব্য সেবনে মত্ত ও বেশ্যাসক্ত হয়, তবে তদ্বণিতা যে কত দূর পরিমাণে সৌভাগ্য শালিনী হয়েন তাহা বলা যায় না, কিন্তু পুরুষ অতি কুৎসিত কদাকার হইয়াও যদ্যপি সৎচরিত্র বুদ্ধিমান ও সর্ব্ব গুণে গুণবান হয়েন, তবে তিনি পরম রূপাধার যে রতিপতি তদ-পেক্ষায়ও শোভমান হয়েন, কিন্তু যদ্যপি ভার্য্যা নিকৃষ্ট এবং তাহার স্বামী সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ হয়েন, তবে সেই স্বামি অপেক্ষা ঐ ভার্য্যেরই মনোবেদনা অধিক হইয়া থাকে, কারণ

নারীগণের রূপই বল, সেই রূপ বিহীনা যে নারী সে স্বামির নিকট যে কত দূর পরিমাণে আদরণীয়া হয় তাহা সকলেই জানেন। পুরুষগণ কুরূপ হইয়া বিদ্যা ও জ্ঞান বলে পরম শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু নারীগণের সেরূপ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, আর গুণবতী হইলেই বা কি হইবে, তাহারা পুরুষ জাতির ন্যায় কোন অংশেই তুল্য হইতে সমর্থ নহে। হায়! আমাদিগের দেশে যদ্যপি বিবাহ বিষয়ক এরূপ অসঙ্গত নিয়ম প্রচলিত না থাকিত, তবে যে কত দূর পরিমাণে সুখের বিষয় হইত তাহা বলিবার নহে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ে সমতুল্য না হইলে কখনই বিবাহ দেওয়া উচিত নহে, কারণ উভয়ে তুল্য না হইলে কোন প্রকারেই ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই এবং তদ্ব্যতিরেকে প্রণয় সংস্থাপনের আর উপায়ান্তর নাই, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয়বর্গেরা এতাদৃশ ঘটনা সমূহ স্বচক্ষে প্রতি গৃহে দর্শন করিয়াও এতদ্বিষয় হইতে নিরস্ত হয়েন না, তাঁহারা প্রাণসম প্রিয়তম স্বীয় তনুজ ও তনুজাগণকে অসম যোগ্য পাত্র কন্যা গণের সহিত বিবাহ দিতে ক্ষান্ত হয়েন না। হায়! কি আক্ষেপের বিষয়, জনক জননীগণ স্বীয় তনয় তনয়াগণের রূপ চরিত্রাদি গোপন পূর্ব্বক তাহাদিগকে পরিণয় পাশে বদ্ধ করেন, এবং তাহারা অগত্যা তাহাতেই সম্মত হয়, কিন্তু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় তখন উভয়ে অতিশয় মনস্তাপ পায়, এবং কেহ কেহ পুনর্ব্বার মনোমত স্ত্রী গ্রহণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু ঐ পূর্ব্ব বিবাহিতা নারী একেবারে চির কালের নিমিত্ত বিষম দুঃখ পারাবারে পতিত হয়, ইহার মধ্যে

যাঁহারা পরম জ্ঞানী ও বিকার বিহীন হয়েন, তাঁহারা অগত্যা সেই কুরূপা বণিতাতেই সন্তুষ্ট হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, কোন কোন মহাত্মাগণকে স্বীয় কুরূপা কামিনীতেই বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখা যায় বটে কিন্তু ঐ নারীর পক্ষে উহা উপহাসজনক হয়, সেই নিমিত্ত সে তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বরং অতিশয় অনুতাপিত হয়, অতএব বাল্য-বিবাহ যে অতি অনর্থের মূল তাহা পদে পদেই প্রতীয়মান হইতেছে। এই বাল্য বিবাহ নিবারণ না করিলে কোন প্রকারেই আমাদিগের দেশে সুখোন্নতি হইবার আর উপায়ান্তর নাই, এবং এই বাল্য-বিবাহের অভাব না হইলে কখনই দম্পতীর সদ্ভাব হইবারও সম্ভাবনা নাই, এই বাল্য বিবাহ সত্তে আমাদিগের দেশ হইতে বিদ্যা-হীনতা যে বিষম দোষ তাহারও নিবারণ হইবে না, এবং এই বাল্য বিবাহের অভাব না হইলে বালিকাগণের অসহ্য বৈধব্য যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবারও আর দ্বিতীয় উপায় নাই, এবং এই বাল্য বিবাহই বঙ্গদেশীয়গণের দুর্ব্বলতার এক প্রধান কারণ স্বরূপ হইয়াছে। এই বাল্য বিবাহ জন্য কোন কোন পুরুষ ষোড়শ বা সপ্তদশ বর্ষ বয়ঃ প্রাপ্ত না হইতেই পুত্রের পিতা হইয়া বসেন, এবং বিদ্যা হীনতা প্রযুক্ত অর্থ উপার্জ্জন করণে অসমর্থ হইয়া সুত সুতা বনিতা প্রভৃতির ভরণ পোষণের নিমিত্ত লালাইত হয়েন, এবং কোন কোন স্থানে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ বর্ষীয়া মহিলা পুত্রবতী হইয়া বিষম বিপদগ্রস্ত হন, হয় ত প্রসব ক্ষেত্রেই সন্তান সহিত লোকযাত্রা সম্বরণ করিয়া উভয় কুলস্থ আত্মীয়গণকে অপার শোকার্ণবে মগ্ন করেন, কেহ বা আপনি পরি-

রাণ পাইয়া প্রাণ সদৃশ সন্তানটীতে বঞ্চিত হইয়া অত্যল্প বয়সেই হৃদয় বিদারক অসহ্য শোকে অস্থির হয়েন, আহা! এই বাল্য বিবাহ চলিত না থাকিলে আর ঐ বালিকাগণকে এতাদৃশ অসহ্য যাতনা ভোগ করিতে হইত না। কিন্তু ইহার মধ্যে যিনি পরম সৌভাগ্য বশতঃ পুত্র সহিত ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার হয়েন, তিনিও সম্পূর্ণরূপ সুখিনী হইতে পারেন না, হয়ত প্রসূতী বিষম সুতিকারোগে আক্রান্ত হইয়া অতীব যন্ত্রণা ভোগ করেন, নয় ত সন্তানটী অতিশয় রুগ্ন ও অতিশয় ক্ষীণ হইয়া পিতা মাতার যন্ত্রণা বৃদ্ধি করে, আর অল্প বয়স্কা বশতঃ মাতা সন্তানের লালন পালনে অসমর্থা হইয়া বিষম কষ্ট ভোগ করেন, অতএব এই বাল্য বিবাহ নিবারণ করা যে সর্ব্বতোভাবে বিধেয় তাহার আর সন্দেহ নাই।

হে সর্ব্বজন হিতৈষী বিদ্যোৎসাহী বন্ধুগণ! তোমরা যত্ন পূর্ব্বক সকল বিষয়ের প্রতিবন্ধক ও বিদ্যা বিষয়ের বিষম কণ্টক স্বরূপ এই বাল্য-বিবাহ রূপ অত্যাচার নষ্ট কর, এই বাল্য-বিবাহ সত্তে স্ত্রী-বিদ্যার উন্নতি সাধনেই বা কি প্রকারে সমর্থ হইবেন এবং কি প্রকারেই বা তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন। বালিকাগণ ত নবম বা দশম বর্ষ বয়ঃক্রম কালে বিবাহিতা হইয়া একাদশ বা দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত না হইতেই শ্বশুর সদনে গমন পূর্ব্বক সংসার ধর্ম্মে নিযুক্ত হয়, তবে কি প্রকারে তাহাদিগের বিদ্যা ও বুদ্ধির উন্নতি হইবে, দশম বর্ষ পর্য্যন্ত বাল্যাবস্থা থাকে সুতরাং তদবস্থায় তাহাদিগের কোন বিষয়েরই বিশেষ জ্ঞান জন্মায় না, তবে তৎকাল পর্য্যন্ত শিক্ষা করিয়া

তাহারা কি প্রকারে সর্ব্ব বিষয়ে নিপুণতা ও বিদ্যা বিষয়ে বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইবে, সেই হেতু এই বাল্য বিবাহের পরিবর্ত্তন না হইলে শিক্ষা বিষয়েও যত্ন বিফল হইবে।

অতি পুরাকালে আমাদিগের দেশে এই অনিষ্টকর বিবাহ প্রচলিত ছিল না, এবং তাৎকালিক মহিলাগণও আমাদিগের মত বিদ্যা রত্ন বিহীনা হইয়া এই মহীমণ্ডলে কেবল বৃথা কার্য্যে রত থাকিতেন না, পুরাণ ও ইতিহাস গ্রন্থে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতএব এক্ষণেও পুরাকালের ন্যায় সকলে আত্মজাগণকে অতি যত্ন পূর্ব্বক নানা বিষয়ে সুশিক্ষিতা করিয়া তাহাদিগের রূপ গুণাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি করত তুল্য পাত্রে অর্পণ করিলে কতই সুখের বিষয় হয়, এবং মহিলাগণও এই ঘৃণিত অবস্থা হইতে মুক্ত হইয়া এই মহীতলে পরম সুখে অবস্থিতি করেন, কিন্তু অন্যান্য দেশীয়গণের ন্যায় অস্মদ্দেশীয়গণের বিবাহ নিয়ম কখনই সমান হইতে পারিবে না, কারণ এই দেশ অন্যান্য দেশ অপেক্ষা উষ্ণ-প্রধান সুতরাং এস্থানবাসিরা অন্য দেশীয়গণ অপেক্ষা অল্প বয়সেই যৌবন প্রাপ্ত হয়, ইহাদিগের বিবাহও অন্য দেশীয়গণ অপেক্ষা অল্প বয়সেই দিতে হয়, সেই নিমিত্ত পুত্রগণের বিংশতি বৎসর বয়সে এবং কন্যাগণের ত্রয়োদশ বা চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সকালেই বিবাহ দেওয়া বিধেয়, তৎকালে কন্যাগণ বাল্যাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হওত ভাল মন্দ বিবেচনা করিতে সমর্থ হয়, এবং বিদ্যা বিষয়ে কি অন্যান্য সাংসারিক কার্য্য বিষয়ে কিঞ্চিৎ পরিমাণে জ্ঞানোদয় হয়,

ার তৎকালে শ্বশুরালয়ে গমন করিয়াও বালিকাগণের ন্যায় সহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

বিবাহের পর কামিনীগণের শ্বশুরালয়ে গমন ও তৎকালীন তাহাদিগের মনোগত ভাব ও কার্য্যের বিষয়।

মহিলাগণ বিবাহান্তে পিত্রালয়ে কিয়ৎকাল অবস্থিতি করিয়া তৎপরে শ্বশুর সদনে গমন করে, ইহাকেই লোকে নবধ্বাগমন অথবা দ্বিরাগমন কহে, এইকালে বালিকাগণ কেবল পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়গণের নিকটেই অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা করে, এবং তাহাদিগের সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়া কোন কার্য্য বশতঃ এক দিবসের নিমিত্ত যদি কোন স্থানে গমন করিতে হয়, তবে তাহাতে উহারা বিসন্ন হয় অতএব কি প্রকারে তাহারা একেবারে অতি দীর্ঘ কালের নিমিত্ত অথবা চিরকালের নিমিত্ত শ্বশুরালয়ে গমন করিতে ইচ্ছুক হইবে ? তৎকালে তাহারা শ্বশুর সদনের নাম শ্রবণেই একেবারে সশঙ্কিত হয়, এবং সেই নব বালিকাগণের কুসুম সদৃশ সুকোমল হৃদয় অভ্যন্তরে ঐ চিন্তাই অহর্নিশি দেদীপ্যমান থাকে,এবং সেই চিন্তা বশত তাহাদিগের মুখ পুণ্ডরীকের মনোহর প্রভা মলিন হইতে থাকে। আহা! বালিকাগণ তৎকালে কোথায় প্রফুল্ল হৃদয়া ও হাস্য বদনা হইয়া জনক জননীর আনন্দ বর্দ্ধন করিবে, না তদ্বিপরীত ভাবের আবির্ভাব হয়। আহা! পিতা মাতাগণ সেই প্রাণসম তনয়াগণের মুখচন্দ্র ম্লান দেখিয়া এবং তাহারা শ্বশুরালয়ে গমন করিয়া কি প্রকারে সহবাস করিতে সমর্থা হইবে এবং তাঁহাদিগের

অদর্শন জনিত দুঃসহ যন্ত্রণাই বা কি প্রকারে সহ্য করিতে পারগ হইবে, তদ্বিষয় চিন্তা করিয়া অতিশয় ব্যাকুলিত হয়েন, এবং কন্যাগণও পিতা মাতার চিত্ত চাঞ্চল্য দর্শন করিয়া আরো অধিক পরিমাণে চঞ্চল হইতে থাকে। আহা! কি কষ্টদায়ক কার্য্য, পিতা মাতাগণ অগত্যা সেই বালিকাগণকে বল পূর্ব্বক শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করিয়া অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ করেন, এবং কন্যাগণও পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের দর্শন বিরহে অতীব শোকাকুল হৃদয়ে শ্বশুর সদনে গমন পূর্ব্বক চৌর্য্য অপরাধের বন্দির ন্যায় অন্তঃপুর রূপ কারাবদ্ধ হইয়া অতি দীনের ন্যায় দিনপাত করিতে থাকে। আহা! একে অত্যল্পা বয়স্কা বালিকা, তাহাতে আবার সর্ব্ব বিষয়ে অশিক্ষিতা, সুতরাং তৎকালে তাহারা নিতান্তই বন্য পশুবৎ অতি অজ্ঞানাবস্থায় থাকে এবং লোকে যাদৃশ ছল বল সহকারে অরণ্যানী মধ্য হইতে পশু সঙ্কুল ধৃত করিয়া লোকালয়ে আনয়ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে বশতাপন্ন করিবার নিমিত্ত বহুবিধ কৌশল প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহাদিগকেও প্রায় তদনুসারেই বাধ্য করিতে হয়, এবং পশুগণকে যেমন সহসা বাধ্য করিতে কেহ সমর্থ হয় না, তদ্রূপ বালিকাগণকেও সহসা বাধ্য করিতে কেহ সক্ষম হয় না এবং পশু পক্ষিগণ যেমন পিঞ্জর বদ্ধ হইয়া আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক শুদ্ধ স্বস্থানের চিন্তা করে এবং সেই স্থানে প্রস্থান করিবার নিমিত্ত পিঞ্জরের চতুষ্পার্শ্ব অবলোকন করিতে থাকে, ইহারাও প্রায় তদ্রূপ, ইহারা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গৃহরূপ পিঞ্জর বদ্ধ হওত তাহার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করে এবং শয়নাশনাদি

পরিত্যাগ করিয়া কেবল অহর্নিশি পিতৃ আলয়ের চিন্তায় মগ্ন থাকে ও তৎ স্থানে গমনের দিন গণনা করিতে থাকে, এবং তৎকালে তাহাদিগের শ্বশুর কুলস্থ কাহার প্রতি স্নেহের সঞ্চার হয় না, আর তাহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই উহার অপরিচিত,সুতরাং অপরিচিত ব্যক্তিব্যূহের প্রতি কি প্রকারে আশু স্নেহের সঞ্চার হইতে পারে,তৎকালে শ্বশুরালয়ের প্রতি সেই বালিকাগণের স্নেহ ভাব হওয়া দূরে থাকুক, বরং তদ্বিপরীত হইবারই অধিক সম্ভাবনা। বালকগণ যেমত বিদ্যালয়ের প্রতি অতিশয় বিরক্ত ও তদ্বিষয়ে নিয়োগ কর্ত্তাগণের প্রতি অতীব ক্রোধ পরায়ণ হইয়া থাকে, ইহারাও প্রায় শ্বশুর সদন ও তত্রস্থ ব্যক্তি বৃন্দের প্রতি তদনুসারেই বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে, এবং পিত্রালয়স্থ জনগণকে অনবলোকন হেতু তাহাদিগের প্রতি আরও অধিক পরিমাণে অনুরাগ বৃদ্ধি হইতে থাকে, সুতরাং পিত্রালয়স্থ এক জন অতি সামান্য ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইলেও তাহার সহিত পরম বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করে, কিন্তু শ্বশুরালয়স্থ অতি প্রধান ও পরম আত্মীয়ের প্রতি তদ্রূপ অকৃত্রিম স্নেহ প্রকাশ করিতে কখনই পারগ হয় না, অধিক কি কহিব পরম প্রণয়াস্পদ যে পতি তাঁহার প্রতিও তৎকালে তাহাদিগের স্নেহের সঞ্চার হয় না, কিন্তু পিত্রালয়স্থ পশু পক্ষি এবং বৃক্ষাদিতেও অধিক যত্ন করিয়া থাকে, এবং তৎকালে তাহাদিগের পক্ষে শ্বশুরালয়স্থ বিচিত্র প্রাসাদও জন মানব শূন্য এবং অতি ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু পরিবেষ্টিত পর্ব্বত শ্রেণীর ন্যায় প্রতীয়মান হয়, এবং অত্যুৎকৃষ্ট বসন ভূষণাদি অতি মনোহর অঙ্গশৌষ্ঠব সাধনও কালভুজঙ্গবৎ অতি কষ্টদায়ক বোধ হয়,

এবং রাজ ভোগ সদৃশ উপভোগ্য দ্রব্য সমূহ তাহাদিগের বিষতুল্য বোধ হয়, ও দুগ্ধ ফেন সন্নিভ অতি শোভাকর শয্যা সমূহ তাহাদিগের পক্ষে কণ্টকাবৃত প্রান্তরবৎ অতি কষ্টদায়ক হয়, এবং স্বামীর অমৃত তুল্য সুমধুর বচন সমূহ তাহাদিগের পক্ষে বজ্রাঘাত সদৃশ অসহনীয় হয়, কিন্তু পিত্রালয়ের অতি জঘন্য পর্ণকুটীরও তাহাদিগের পরম শোভনীয় এবং ইন্দ্র ভবন যে অমরাবতী তাহা অপেক্ষাও সুখকর জ্ঞান হইয়া থাকে। আর বাল্যাবস্থার সেই অতি সামান্য বস্ত্রালঙ্কারাদিতেই অতি সন্তোষ প্রকাশ করে এবং পিত্রালয়ের অতি যৎসামান্য শাকান্নও তাহাদিগের সুধা তুল্য সুমধুর বোধ হয়, ও পিত্রালয়ের ভূমি শয্যাও তাহাদিগের কুসুম তুল্য অতি সুকোমল অনুভব হয়, অতএব তৎকালীন তাহাদিগের মনোগত ভাবের যদি এরূপ বৈপরীত্য ভাব, তবে তাহারা কি প্রকারে সন্তোষ সহকারে শ্বশুরালয়ে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু আবার ইহাদিগের মধ্যে যাহারা ধনি বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া মধ্যবিধ গৃহস্থালয়ে অথবা মধ্যবিধ গৃহে উদ্ভব হইয়া সামান্য গৃহস্থালয়ে পতিত হয়, তাহাদিগের যে কত দূর পরিমাণে ক্লেশ বোধ হয় তাহা বলিবার নহে, তাহারা পিত্রালয়ে অত্যুত্তম দ্রব্য সামগ্রী উপভোগ করিয়া একেবারে বিষম কষ্টে পতিত হয়, এবং শ্বশুরালয়ে তাহারা অতি সামান্য আহারীয় গ্রহণ ও সামান্য বসন পরিধান করিয়া পরিচারিকার ন্যায় শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সাংসারিক কার্য্য সমুদয় নির্ব্বাহ করে এবং দৈব প্রতিকূলতা বশতঃ যদ্যপি তাহাতে কোন ব্যাঘাত ঘটে, তবে তজ্জন্য তাহারা

গুরু জনের নিকট প্রচুর পরিমাণে তিরস্কার রূপ পুরস্কার লাভ করে। আহা! সুখের পর দুঃখ ভোগ যে কত দুর অসহনীয় তাহা কাহার অবিদিত আছে।

নব বধূদিগের প্রতি শ্বশ্রূগণের আচরণ এবং বধূগণের মনোগত ভাব।

এই বঙ্গ বাসিনী ভামিনীগণ সদ্যোজাত নব কুমারকে অঙ্কোপরি ধারণ করিয়া তাহার সুধাংশু সদৃশ অতি শোভন আনন অবলোকন করিয়া তাঁহাদিগের মন আকাশে অভিলাষ রূপ ঝঞ্ঝাবায়ু উত্থিত হইয়া তাঁহাদিগের আশা সমুদ্রে অতি ভীষণ তরঙ্গ মালা উদ্ভব করিতে থাকে, এবং সেই তরঙ্গে তাঁহাদিগের কত প্রকার ভাব ও কত রঙ্গেরই যে উদয় হয় তাহা কি বলিব। তাঁহারা ঐ পুত্র ক্রোড়ে লইয়া তাহার ভাবি ব্যাপার ভাবনা করিতে থাকেন, কখন তাহার বাল্যাবস্থার ক্রীড়াদি, কখন তরুণাবস্থার বিদ্যাভ্যাস, কখন বা কৃতবিদ্য হইয়া অর্থ উপার্জ্জনাদি এবং কখন কখন তাহাদিগের বিবাহ ও নব বধূর পরম শোভাকর ইন্দীবর বিনিন্দিত বদনেন্দু দর্শন করিয়া স্বর্গোপম সুখ ভোগের প্রত্যাশা করেন এবং সেই নবকুমারগণের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের ঐ আশা লতারও বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিন্তু ইহার মধ্যে যাঁহাদিগের ঐ বলবতী আশালতা পরম কারুণিক পরমেশ্বরের কৃপাদৃষ্টিতে ফলবতী হয়, তাঁহাদিগের হৃদি শতদলে পূর্ব্ব ভাব বিলীন হইয়া আবার নূতন ভাবের উদয় হয়। আহা! পরিতাপের বিষয়? ইহাঁরা যে পদার্থ প্রাপ্তি লালসায় লালায়িত ও চাতকী সদৃশ

তৃষ্ণা সহকারে সেই ভাবি পুত্রবধূ মুখমণ্ডল অবলোকন করণাশয়ে সেই পথ নিরীক্ষণ করিতেন, কিন্তু এক্ষণে সেই বধূ প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতি যে রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, সেই ব্যবহার আদির কিয়দংশ এই হীনাবস্থায় প্রকাশ হইতেছে। শ্বশ্রূগণ বিবাহ কালে বধূগণকে ক্ষীরালক্ত মিশ্রিত করত এবং তদ্দ্বারা প্রস্তরময় ভোজন পাত্র পরিপূর্ণ করিয়া তদুপরি ঐ নববধূদিগকে দণ্ডায়মানা করিয়া এবং ব্রীহি-ব্যূহ পরিপূরিত বেত্রময় পাত্র তাহারদিগের মস্তকোপরি স্থাপন, হস্তে সজীব লেঠা মৎস্য, পিঠালি এবং কক্ষে জলপূর্ণ ঘটাদি প্রদান করত, এবং শঙ্খধ্বনি বাদ্য বাদনাদি মঙ্গলাচরণ সহকারে অতীব সমাদরের সহিত ঐ বধূদিগকে গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহার কিছু কাল পরেই বধূদিগের প্রতি তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই তদ্বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকেন। আহা! লোকে যে বস্তু প্রাপ্তি আশয়ে পূর্ব্বে বহু কামনা ও দেবতাদির নিকট মাননা করে, তাহার সেই বস্তু প্রাপ্তি হইলে সে যে কতই প্রযত্ন সহকারে তাহা রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্তু শ্বশ্রূগণ ঐ প্রার্থনীয় বধূগণকে এতাদৃশ যত্ন সহকারে রক্ষণাবেক্ষণ করেন যে তাহাতে ঐ বধূগণের অবিশ্রান্ত অশ্রুপাত ব্যতিরেকে আর কোন মতেই দিনপাত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। শ্বশ্রূগণ ঐ বধূগণের বয়স ও শিক্ষা অশিক্ষাদির বিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করেন না। কেবল তাহাদিগের চরিত্র ও সর্ব্ব কর্ম্ম নিপুণতাদির বিষয়েই সবিশেষ মনোনিবেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু কি প্রকারে সেই পথবর্ত্তিনী হইতে সমর্থা হইবে, তদ্বিষয়ক কোন প্রকার সদুপদেশ প্রদান করেন না,

এবং ঐ বধূগণের অনুপ্রমাণ দোষ দর্শন করিলে পর্ব্বত পরিমাণে বৃহৎ করিয়া তোলেন। কিন্তু স্বীয় পুত্র কন্যাগণ যদি গুরুতর দোষে দূষিত হয় ও সর্ব্ব বিষয়ে অকর্ম্মণ্য হয়, তথাপি তাঁহারা তাহারদিগের সেই সমুদ্র সদৃশ অলঙ্ঘনীয় দোষ সমূহকে গোষ্পদ তুল্য অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া অগ্রাহ্য করেন। তাঁহারা বধূগণের প্রতি কিছুমাত্র স্নেহ প্রকাশ করেন না, কিন্তু বধূগণ তাঁহাদের প্রতি মাতাপেক্ষা স্নেহ ও অচলা ভক্তি না করিলে সাতিশয় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। আহা! কি ভ্রান্তিমূলক কার্য্য, তাঁহাবা একবার ভ্রমেও বিবেচনা করিয়া দেখেন না যে ঐ অবলা বালাগণের প্রতি কিরূপ অন্যায় ব্যবহার করেন, আর স্বীয় সন্তান সন্ততিগণের প্রতিই বা কত দূর পরিমাণে স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন ও কত প্রযত্ন সহকারে তাহাদিগকে লালন পালন করেন। কিন্তু বধূগণের প্রতি তাহার বিপরীতাচরণ করিয়া কি প্রকারে সেই স্নেহের প্রত্যাশা করেন? বধূগণ কি প্রকারে তাঁহাদিগের প্রতি মাতার ন্যায় স্নেহ করিতে সমর্থ হইবে। অগ্রে মাতা সন্তানদিগকে বহু যত্ন সহকারে লালন পালন করেন, পরে সন্তানগণ সেই যত্নে বর্দ্ধিত হইয়া মাতার প্রতি যত্ন ও ভক্তি প্রকাশ করিতে শিখে, কিন্তু শ্বশ্রূগণ বধূগণের প্রতি কিছু মাত্র স্নেহ প্রকাশ না করিয়া কি প্রকারে মাতৃভক্তির প্রার্থনা করেন? দেখ যদি কোন পাষাণ হৃদয়া মাতা সদ্যঃ প্রসূত সন্তানকে পরিত্যাগ করে, এবং সেই শিশু যদ্যপি অন্য দ্বারা প্রতিপালিত ও বর্দ্ধিত হইয়া সেই গর্ভধারিণীর সহিত সাক্ষাৎ করে, আর জননী যদি তাহাকে স্বীয় পুত্র বলিয়া যত্ন প্রকাশ করেন, তবে সেই

সন্তানের কি ঐ মাতার প্রতি যথার্থ স্নেহ ও অচলা ভক্তির সঞ্চার হইতে পারে? কিন্তু কোন কোন নিষ্ঠুর হৃদয়া শ্বশ্রূ তদপেক্ষাও অধিক নিষ্ঠুরতাচরণ করেন, এবং কোন কোন ধর্ম্ম ভয় বর্জ্জিতা বধূও শ্বশ্রূগণের অতি দুরবস্থা করিয়া থাকেন। এই প্রকারে অনেক গৃহস্থালয় একেবারে নরক তুল্য ঘৃণিত হইয়াছে, এবং এই অত্যাচার দূরীকরণাশয়ে কোন কোন মহাত্মারা কহেন, বধূগণের অবাধ্যতাই ইহার মুলীভুত কারণ হইয়াছে, অতএব সেই কারণ নিরাকরণ করিতে পারিলেই সম্পূর্ণ অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা ; নচেৎ ইহার আর উপায়ান্তর নাই; তাঁহারা এইরূপ বিবেচনা করিয়া ঐ বধূদিগকে সাতিশয় উত্তেজনা ও ভয়ানক তাড়না করিতে প্রবৃত্ত হয়েন।

কিন্তু তাঁহাদিগের সেই তাড়নাই ভবিষ্যতে অতি অনর্থের মুল হইয়া উঠে। যেমন সমুদ্র মন্থন কালে পুনঃ পুনঃ মন্থন করাতে বিষম বিষ উৎপন্ন হইয়াছিল, তদ্রূপ ঐ মহাত্মারা পুনঃ পুনঃ তাড়না করিয়া বিপরীত ফল লাভ করেন। তাহারা শ্বশ্রূগণের নিকট দিবস শর্ব্বরী নানা বিষয়ে প্রপীড়িত হইয়া গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, এবং পরিজনস্থ সমস্ত জনগণের ভোজনাদি সমাপ্ত হইলে যাহা কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাই গ্রহণ করিয়া যথা কথঞ্চিৎ রূপে প্রাণ ধারণ করে, তাহাই তাহাদিগের যথেষ্ট,আবার তাহার উপর তাড়না করিলে কাটা ঘায়ে লবণ নিক্ষেপবৎ অতি অসহ্য হইয়া উঠে। সেই যন্ত্রণা হইতে আশু পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত উহারা বিধিমতে উপায়ান্বেষণ করিতে থাকে, এবং সেই পীড়নকর্ত্তাদিগের প্রতি আরও স্নেহের অভাব হয়। কোন

কোন অভাগিনী নিতান্ত উপায় বিহীনা হইয়া অতি নৃংশস ব্যাপার যে উদ্বন্ধনাদি তাহাতেও রত হয়, এবং কোন কোন জ্ঞান বিহীনা অবলা উভয় কুল দুষিত করিয়া কুমার্গে পদ নিক্ষেপ করিতেও বাধ্য হয়। হায়! কি আক্ষেপের বিষয় যে শ্বশ্রূগণ বধূগণের প্রতি কন্যাগণের ন্যায় স্নেহ করেন না, এবং বধূগণও শ্বশ্রূগণের প্রতি মাতার ন্যায় ব্যবহার করে না, আর কর্ত্তৃপক্ষীয় মহাত্মারা উহার যথার্থ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন না। আহা! শ্বশ্রূগণ যদ্যপি বিদ্যারত্নে ভূষিতা হইতেন তবে তাঁহাদিগের সেই বিদ্যারত্ন প্রভাবে এই বিষম অজ্ঞানান্ধকার নষ্ট হইত, তবে বধূগণের আর এতাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিত না; এবং বধূগণও যদ্যপি বিদ্যাবতী হইতেন তবে সেই বিদ্যারূপ মহাক্রম অবলম্বন করিয়া ঐ বহু যন্ত্রণারূপ মহাবন্যা হইতে অনায়াসে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইতেন। ইহা কেবল মধ্যবিধ ও সামান্য গৃহস্থদিগের প্রতি লিখিত হইল।

মহিলাগণের মধ্যমাবস্থায় শারীরিক ও মানসিক কার্য্যাদির বিবরণ।

মহিলাগণ বাল্যাবস্থার ন্যায় মধ্যমাবস্থাতেও বহুবিধ ব্রতাচরণ করিয়া থাকে। ইহারা রূপ কামনায় রূপহরিদ্রা, পুত্র কামনায় ফলদান, বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবার নিমিত্ত গাভি পূজা, সন্তান সন্ততিগণকে আয়ুষ্মান্ করিবার নিমিত্ত শীল পূজা, সর্প ভয়ে উনুন পূজা, ধন ধান্য বৃদ্ধি নিমিত্ত ধান্য পূজা প্রভৃতি, এবং আরও বহুবিধ কামনা করিয়া অনেকানেক পূজা ও ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তৎসমুদয় অতি সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে হইলেও এক খানি পুস্তকা-

কারে পরিণত হয়, এই নিমিত্ত তাহাতে নিরস্ত হইলাম। বিদ্যাহীনতা প্রযুক্ত ইহারা প্রায় চির কালই বাল্যাবস্থার তুল্য অতি অজ্ঞানাবস্থায় থাকে, সুতরাং কোন বিষয়েরই যথার্থ বিবেচনা করিতে সমর্থ হয় না। এই নিমিত্ত তাহারা যাহা শ্রবণ করে তাহা সম্ভব কি অসম্ভব, সত্য কি মিথ্যা বিবেচনা না করিয়াই সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, এবং এই বিশ্বাসেই কখন কখন বিষম ঘটনাও উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহারা আত্মীয় গণকে বাধ্য করণাশয়ে নানাবিধ তুক্ তাক্ তন্ত্র মন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে, এবং পুত্র কামনায় বহুবিধ ব্রতাচরণ ঔষধ গ্রহণ দেবালয়ে ধন্না ও দেব বৃক্ষের ফল ধারণ এবং নানা তীর্থে পর্য্যটন ও দেব পুষ্করিণীতে স্নান ও জল মগ্ন হইয়া মৎস্য ধারণ, পুত্রগণের পীড়া হইলে ঝাড়ান কাড়ান মন্ত্র তন্ত্রাদি দ্বারা তাহার প্রতিকার চেষ্টা এবং আরোগ্যাশয়ে তাহাদিগের অঙ্গে নানাবিধ পশু পক্ষ্যাদির নখ দন্ত ও ঔষধাদি প্রদান করিয়া থাকে আহা! এই অবলাগণ যদ্যপি বিদ্যাবতী হইত তাহ হইলে আর এরূপ অসঙ্গত ব্যাপারে রত হইত না। পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে ইহারা দিবা নিশি পরিচারিকার ন্যা গৃহকার্য্য নির্ব্বাহ করে, এক্ষণে তাহা বিস্তারিত রূপে বর্ণিত হইতেছে! সামান্য ও মধ্যবিধ গৃহস্থগণ এ বধূ দ্বারা প্রায় সকল কর্ম্মই নিষ্পন্ন করেন, ইহাঁরা বিবাহার্থে গমন করিবার সময় মাতৃ সকাশে যে প্রতিশ্রুত সূত্রে বদ্ধ হয়েন তাহা যাবজ্জীবন অতি যত্ন সহকারে প্রতিপালন করিয়া থাকেন; মাতাগণও সেই অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত ব্যবহার গুলি করিয়া থাকেন। বধূগণ তৎ-

সমুদয় তাহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া নির্ব্বাহ করে। ইহারা পাচিকা, পরিচারিকা, ধাত্রী এবং কখন কখন পরিচারকের কর্ম্মও করিয়া থাকে।

ভ্রাতৃ জায়ার প্রতি শ্বশ্রূজাগণের ব্যবহার।

এই কুলবধূগণের প্রতি শ্বশ্রূগণ যাদৃশ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের তনয়াগণ আবার ততোধিক, ইহারা ননদিনী হইয়া প্রায় সপত্নীর ন্যায় ব্যবহার করে। ইহারা ভ্রাতৃজায়াগণের বিরুদ্ধে মাতা ভ্রাতাদির সমীপে দিবা নিশি কেবল মিথ্যাভিযোগ উত্থাপন করিয়া বিষম ব্যাপার উপস্থিত করে; এবং তাহাদিগকে অপদস্থ করিবার মানসে অনুক্ষণ কেবল ছিদ্রান্বেষণ করে, ও তাহাদিগের সুখ সমৃদ্ধি অবলোকন করিয়া দিন যামিনী অতি প্রচণ্ড দ্বেষানলে দগ্ধ হইতে থাকে। মাতাগণও পরম স্নেহাস্পদ তনয়াগণের এতাদৃশ মনোবেদনা দর্শনে অসমর্থ হইয়া তাহাদিগের সেই অসহনীয় যন্ত্রণা দূর করিবার নিমিত্ত সাধ্যানুসারে উপায়ানুসন্ধান করিতে রত হন। সুতরাং এবম্প্রকার ঘটনা প্রযুক্ত কোন কোন স্থলে মাতা পুত্রেও বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। হায়! কি অজ্ঞানতার কার্য্য যে স্বামি স্বস্থগণ ভ্রাতৃ জায়াগণের সহিত এতাদৃশ কুব্যবহারে রত হয়, তাহারা কি একবার ভ্রমেও ভাবে না যে তাহারা যখন শ্বশুরালয়ে গমন করে তখন যদ্যপি তাহাদিগের ননন্দাগণ তাহাদিগের প্রতি ঐ রূপ ব্যবহার করে, এবং তাহাদিগের তুল্য সুমধুর বাক্য গুলি তাহাদের প্রতি প্রয়োগ করে, তবে তাহারা কি ঐ মধুর ভাষিণী ননদিনীগণের

মুখ মণ্ডল মধু দ্বারা সিক্ত করিতে ইচ্ছা করে। অতএব সকলে আত্ম পর বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিবেন, এবং সেই কার্য্য দ্বারা পরস্পর সৌভাগ্য শালিনী হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবেন, ও তাঁহা-দিগের যশঃ সৌরভে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত হইবে।

ভাশুর পত্নী ও দেবর পত্নীগণের পরস্পর ব্যবহার।

আহা! কি পরিতাপের বিষয় যে আমাদিগের এই বঙ্গ-দেশস্থ প্রায় সমস্ত গৃহেই ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ রূপ বিষম বিষ প্রবেশ করিয়া সেই গৃহ একেবারে দগ্ধ করিতেছে, কিন্তু এই ভয়ঙ্কর বিচ্ছেদানলে সকলে নিরন্তর সন্তাপিত হই-য়াও তাহা নিবারণ করিতে কেহই যত্নবান হয়েন না, এবং এই বাড়বানল সদৃশ বিচ্ছেদানল যে কোথা হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হয় ও কোন উপায় অবলম্বনে তাহা একে-বারে নির্ব্বাপিত হয় তাহার যথার্থ অনুসন্ধানে কেহই মনোনিবেশ করেন না, কিন্তু কোন কোন মহাশয় অনুভব করিয়া থাকেন যে পৈতৃক ধন সম্পত্তিই ইহার মূলীভূত কারণ, কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত কি প্রকারে যুক্তি মূলক হইতে পারে। যদ্যপি পৈতৃক ধন সম্পত্তি ইহার কারণ হইত তবে এই অনল কখনই সর্ব্বত্র ব্যাপী হইত না, কেবল ধনাঢ্য গৃহেই প্রবেশ করিত। সেই হেতু এক্ষণে বিশেষ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে যে শুদ্ধ দেবর পত্নী ও ভাশুর পত্নীগণের পরস্পর ব্যবহার দোষেই এই বিষম অনল উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতএব হে মহোদয়গণ! তোমরা সেই

অগ্ন্যুৎপাদক প্রস্তর সদৃশ ব্যবহার সমূহকে একেবারে সমূলে নির্ম্মূল করিয়া সর্ব্ব সাধারণকে সুখী কর।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে ভাশুর-পত্নী ও দেবর-পত্নীগণের ব্যবহার-দোষেই ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ উপস্থিত হইয়া থাকে, সেই নিমিত্ত তাহাদিগের ব্যবহার গুলি এই স্থলে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম। ইহারা স্বভাবতই অতি বিদ্বেষ-পরায়ণা হইয়া পরস্পরের প্রতি কুব্যবহার করিয়া থাকে, এবং একের অভ্যুদয়ে অন্য অতিশয় অনুতাপিত হয়, ও উভয়ে স্ব স্ব প্রাধান্য সাধনের নিমিত্ত বিধিমতে চেষ্টা পায়, কিন্তু সেই প্রধানতা যে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইবে তাহার কোন সদুপায় চিন্তা করে না, এই নিমিত্ত তাহাদিগের কিছু মাত্র ঐক্য হয় না। এই দুর্জ্জয় বৈরভাব যে কি প্রকারে উৎপন্ন হয় তাহার যথার্থ তত্ত্ব কেহই প্রাপ্ত না হইয়া কেবল অনুভব দ্বারা অনুমান করে যে, শ্বশুর শ্বশ্রূ-গণ উহাদিগের মধ্যে একের প্রতি অনুরাগ অন্যের প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন, এই জন্য তাহাদিগের হৃদয়ে এই বিদ্বেষ ভাবের আবির্ভাব হয়। এরূপ হওয়া সম্ভবও বটে ; অনেকে শ্বশ্রূ ও শ্বশুরগণ বর্ত্তমানে বাহ্যিক ঐক্য প্রকাশ করিয়া একত্রে বাস করে, কিন্তু তাঁহারা গত হইলেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়া থাকে, অতএব ইহাদিগের মনান্তর হইবার আর অন্য কোন কারণ নাই, কেবল ইহা-দিগের মনই এক প্রধান কারণ। হে বিদ্যোৎসাহী বন্ধুগণ! তোমরা যত্নবান হইয়া এই দীনভাবাপন্ন মহিলাগণের কঙ্করাবৃত ক্ষেত্র সদৃশ যে বন্ধুর অন্তঃকরণ তাহা বিদ্যারূপ

ঘর্ষণী দ্বারা সরল করিতে চেষ্টা কর। আমি এই স্থলে স্বীয় ভগিনীগণের প্রতি কিঞ্চিৎ উপদেশ বাক্য প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলাম। হে ভগিনীগণ! তোমরা কেবল বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের আশা করিও না, কিঞ্চিৎ আন্তরিক সৌন্দর্য্যের উপায় চেষ্টা কর, তোমরা বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিতা হইয়া কত দুর সৌন্দর্য্য ধারণ করিবে, ও নয়ন তৃপ্তিকর অতি বিচিত্র বসন পরিধানেই বা কত প্রভা বৃদ্ধি করিবে, এবং নানাবিধ সুগন্ধ দ্রব্যাদি অঙ্গে লেপন দ্বারাই বা কত শোভান্বিত হইতে পারিবে, এই সমস্ত অস্থায়ি শোভায় কখনই চিরস্থায়ি সুখ প্রদান করিতে সমর্থ হইবে না, সেই নিমিত্ত তোমরা চির সুখদায়িনী যে মনোহারিণী শোভা সেই শোভা ধারণ করিতে যত্নবতী হও, তোমরা বিদ্যারূপ ভূষণে ভূষিতা হইয়া জ্ঞান-বস্ত্র পরিধান কর, এবং সৎকার্য্যরূপ সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার দ্বারা যশোরূপ মনোহর সৌরভে দিঙ্‌মণ্ডল আমোদিত করিতে চেষ্টা কর, এবং যাঁহার সহিত যাদৃশ সম্বন্ধ তাঁহার সহিত তাদৃশ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হও। দেবরপত্নী ভাশুরপত্নী এবং ননন্দাগণের সহিত ভগিনী সম্বন্ধ, অতএব তাহাদের সহিত ভগিনীর ন্যায় ব্যবহার করিবে, শ্বশ্রূকে মাতার ন্যায় ভক্তি করিবে, শ্বশুর ভাশুরগণকে পরম গুরুর ন্যায় মান্য করিবে, দেবর ও তৎপুত্র এবং ভাশুর-পুত্র ও ভাগিনেয় প্রভৃতিকে পুত্রবৎ স্নেহ করিবে, দাসবর্গকে স্বীয়-চ্ছায়া স্বরূপ দেখিবে, এবং সকলকেই প্রিয় বাক্য কহিবে, আর ক্ষুধার্ত্তকে ভোজ্য দানে ও তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দানে পরিতৃপ্ত করিবে।

ধনাঢ্য বংশীয় মহিলাগণের বিবরণ।

প্রধান বংশীয়দিগের সহিত আমাদিগের কোন বিষয়েরই সাদৃশ্য নাই, সুতরাং তদ্বংশীয় কামিনীগণও আমাদিগের তুল্য নহে। এই নিমিত্ত তাহাদিগের আচার ব্যবহারাদি পৃথক করিয়া প্রকাশ বরিতে বাধ্য হইলাম। এই প্রধান বংশীয় বরবর্ণিনীগণ মধ্যবিধ ও সামান্য বংশস্থ ভামিনীগণাপেক্ষা অনেক বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছেন যথার্থ বটে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণরূপে পারেন নাই। তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই শুদ্ধ বস্ত্রালঙ্কারাদিতেই প্রধানত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কিন্তু আমাদিগের ন্যায় বিদ্যাধনে বঞ্চিত হইয়া তাঁহারাও বৃথা ধনে অভিমানিনী হইয়া জীবন শেষ করিতেছেন। ইহাঁদিগকে আমাদিগের ন্যায় সাংসারিক কার্য্যে বিব্রত থাকিতে হয় না, এবং কেহ প্রতিবাদী হইয়া কোন বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যাঘাত ঘটাইতে সক্ষম হয় না, অতএব ইহাঁরা বিদ্যাবতী ও অনায়াসে গুণবতী হইতে পারেন। দুঃখের বিষয় এই যে, ইহাঁরা স্বভাবতই আলস্য-পরায়ণা হইয়া নিদ্রা ও বৃথা গল্প ও তাসাদি ক্রীড়া দ্বারা কাল যাপন করেন। বিবেচনা করিয়া দেখিলে বিদ্যা বিষয়ে অগ্রে তাঁহাদিগেরই উৎসাহিনী হওয়া কর্ত্তব্য, এবং সাধারণ মহিলাগণের হিতের নিমিত্ত তাঁহাদিগকেই সদুপদেশ দেওয়া উচিত, কিন্তু আমাদিগের দুরদৃষ্ট বশতঃ তাহার বিপরীত হইতেছে। হায়! সকলে তাঁহাদিগের অনুবর্ত্তিনী হইয়া কোথায় যশস্বিনী হইবে, না তদ্বিপরীত ফল লাভ হয়। অতিশয় আলস্য-

পরায়ণা, সর্ব্ব বিষয়ে অশিক্ষিতা, এবং শিশিরসহি বস্ত্র পরিধানাদি যে তাঁহাদিগের কার্য্য তদনুকরণে সর্ব্ব সাধারণের কি প্রকারে হিত সাধন হইতে পারে? কিন্তু বিষাদের বিষয় এই যে, কি মধ্যবিধ, কি দরিদ্র সকলেই ঐ ধনিধনীগণের অনুবর্ত্তিনী হইতে বাসনা করে, এই নিমিত্ত ধনিধনীরাই সর্ব্ব গুণে ভূষিতা হইতে চেষ্টা করিবেন।

বঙ্গ দেশীয়দিগের স্বস্ব পত্নীগণের প্রতি ব্যবহার।

বাল্য-বিবাহোপলক্ষে পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, যে নারীগণ সম্পূর্ণরূপে শ্রেষ্ঠ হইতে না পারিলে কখনই স্বামিসন্নিধানে সমাদর প্রাপ্ত হইতে পারে না। সে কথা সপ্রমাণও বটে; কিন্তু তাহারা কি প্রকারে যে সেই পরম পদ প্রাপ্ত হইবে, এবং সেই পদ প্রভাবে পতি-অনুকম্পারূপ মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে, তাহার কোন সদুপায় দেখিতে পাওয়া যায় না। কারণ তাহারা পিত্রালয়ে কিছুমাত্র উপদেশ প্রাপ্ত হয় না, আর শ্বশুরালয়ে আগমন করিয়াও তত্রস্থ জনগণের নিকট কোন প্রকার শিক্ষা পায় না, তবে তাহারা কি প্রকারে প্রধানত্ব লাভ করিবে। তাহারা অন্ধকূপ সদৃশ অন্তঃপুরে অবস্থিতি করিয়া হাঁড়ী কলসি ঘটী বাটী প্রভৃতি দর্শন করিয়া কি জ্ঞানোপার্জ্জন করিবে? না বৃক্ষাদির ন্যায় তাহারা নৈসর্গিক গুণ প্রাপ্ত হইবে। তাহারা উপদেশাভাবে সকল বিষয়েই অতি অজ্ঞ থাকে, এবং সেই অজ্ঞানতা বশতঃ যাহা দর্শন বা শ্রবণ করে, তদ্বিষয়ে কোন প্রকার বিবেচনা করিতে সক্ষম না হইয়া অতি অসম্ভব বিষ-

য়কেও সম্ভব বোধে বিশ্বাস করে, ও সকলের নিকট উপ-হাসাস্পদ হয়।

কোন স্থলে নির্ব্বোধের উপমা দর্শাইতে হইলে, লোকে গর্দ্দভ ও স্ত্রী-জাতির উপমাই দর্শাইয়া থাকেন, আর ইহা-দিগকে স্বভাবতঃ নির্ব্বোধ ও মূর্খ বলিয়া কত প্রকার ব্যঙ্গ করেন, এবং নারীগণকে সর্ব্ব দোষের আধার জ্ঞান করিয়া কত প্রকার গুণই বর্ণনা করিয়া থাকেন। ইহাঁরা সকল বিষয়েই বিপরীত ভাব গ্রহণ করেন;—যথা," নারীগণ অবলা নামে বিখ্যাত হইল কেন? কেবল পশুগণের ন্যায় কিছুই বলিতে পারে না; এবং আমরা পশুগণের উপর যেরূপ আধিপত্য করিতে পারি, এই নারীগণের উপরও সেই রূপ করিয়া থাকি, সুতরাং নারীতে আর পশুতে কিছুই বিভিন্নতা নাই। আর উহারা বামা নামে বিখ্যাত হইল কেন?—তাহাও কেবল বুদ্ধি বাম বশতঃ"। হায়! দুঃখের কথা কি বলিব, এই বর্ত্তমান কাল বলিয়া নহে, অতি প্রাচীন কালেও নারীগণের এইরূপ সমাদর ছিল, তৎকালীন গ্রন্থ কর্ত্তারাও আমাদিগের বহুতর প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। যথা, " ভোজনে দ্বিগুণ, বুদ্ধিতে চতুর্গুণ, ব্যবসায়ে ছয় গুণ, কামে অষ্টগুণ ইত্যাদি।"

প্রণয়।

আহা! এই বাক্যটী কি সুমধুর, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ইহা শুনিতে যেমন কোমল, আচরণ করিতে আবার তেমনি দুরূহ। এই প্রণয় ব্যতিরেকে কোন কর্ম্মই হইতে পারে না, এবং সকলেই এই প্রণয়ের প্রত্যাশা করেন। বয়স্য বয়স্যের নিকট,

আত্মীয় আত্মীয়ের নিকট, ভার্য্যা ভর্ত্তার নিকট, এইরূপ সকলেই পরস্পরের নিকট এই প্রণয় প্রার্থনা করেন, কিন্তু কেহই ইহা প্রকৃতরূপে আচরণ করিতে প্রবৃত্ত হন না। অতএব যেখানে এই প্রণয় অভাবে কোন কার্য্যই নির্ব্বাহ হইতে পারে না, সেখানে এই প্রণয় অভাবে দাম্পত্য সুখ কি প্রকারে হইতে পারে?

অস্মদ্দেশীয় মহিলাগণও অতি অল্প বয়সেই দাম্পত্য সূত্রে বদ্ধ হয়, সুতরাং এ বিষয়ে তাহাদিগের উপর দোষারোপ করা যায় না, সকল দোষই পুরুষের উপর পতিত হইতেছে। কারণ তাঁহারা অগ্রে তাহাদিগের প্রতি অকৃত্রিম প্রীতি প্রকাশ করিয়া নানা বিষয়ে সুশিক্ষিতা করিলে, বয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা স্বামীর সদ্ব্যবহার দর্শন ও স্মরণ করিয়া, অকৃত্রিম প্রণয়ে বদ্ধ হইতে পারগ হইবে, এবং পরম পবিত্র পদ যে পাতিব্রত্য তাহার আশ্রয় লইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে। নচেৎ পতির কুব্যবহার রূপ অনলে দিবানিশি দগ্ধ হইয়া বিদ্যা-বিহীনা নারীগণ কি প্রকারে পাতিব্রত্য রূপ শ্রেষ্ঠ বর্ত্মে পদার্পণ করিতে ইচ্ছা করিবে।

আমাদিগের দেশ হইতে দাম্পত্য প্রণয় প্রায় তিরোহিত হইবার উপক্রম হইয়াছে। প্রত্যেক গৃহেই দম্পতী কলহরূপ বিষম বিষ প্রবেশ করিয়াছে। দম্পতীর মধ্যে যথার্থ প্রণয় প্রায় দৃষ্ট হয় না, দম্পতী পরস্পরের বাহ্যিক আড়ম্বর ও অঙ্গসৌষ্ঠবাদির প্রতি তুষ্টি রুষ্টি প্রকাশ করিয়া থাকে, কেহ কাহার আন্তরিক ভাব গ্রহণ করিতে যত্ন করে না,

এবং কাহার কি প্রকার অভিপ্রায় তাহা কোন ক্রমেই ব্যক্ত করিতে ইচ্ছা করে না। হায়! যেখানে উভয়ে অভেদাত্মা ও এক ব্যবসায়ী হইয়া যাবজ্জীবন একত্রে সহবাস করিতে হয়, সেখানে উভয়ে লুকাচুরি খেলিলে কি প্রকারে যথার্থ প্রণয়ের আবির্ভাব হইতে পারে, এবং কি প্রকারেই বা নারীগণ পাতিব্রত্য-ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

হা বিধাতঃ! কতদিনে এই বঙ্গদেশবাসিনীগণের হৃদয়াভ্যন্তর হইতে অতি দোষাবহ কুটিল ভাবের অভাব হইবে? কত দিনে তাহাদিগের চিত্তক্ষেত্র সরলতারূপ শান্তি শলিলে অভিষিক্ত হইবে? কতদিনে তাহারা পতিপ্রাণা ও পতি-আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া পরম সুখে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে? কত দিনে তাহাদিগের যশঃ শশাঙ্ক উদয় হইয়া দিগ্দিগন্ত উদ্দীপিত করিবে? হে দীননাথ! আমার এই কাতরোক্তি শ্রবণ কর! মহিলাগণের এই অসহ্য যন্ত্রণা হরণ কর, ও তাহাদিগের প্রতি কৃপা কটাক্ষ পাত কর।

বঙ্গদেশীয় মহিলাগণের বিদ্যাভ্যাস।

এক্ষণে প্রায় প্রত্যেক গৃহের কামিনীগণই বিদ্যাভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহাঁরা অনেকেই স্বদেশীয় ভাষায় কিয়ৎপরিমাণে শিক্ষিতা হইতেছেন, এবং কেহ কেহ ইংলণ্ডীয় ভাষার নিউইস্পেলিং আদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থও পাঠ করিয়াছেন, কিন্তু ইহাতে যে তাঁহারা কতদূর পরিমাণে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন ও কত পরিমাণে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন, তাহা জগদীশ্বরই জানেন; কারণ তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই মানস-প্রফুল্লকর দুই একখানি

পদ্য রস-পরিপূরিত অভিনব পুস্তক লইয়া, সংস্কৃত শব্দার্থা-নভিজ্ঞ দ্বিজবরের চণ্ডীর পুথি পাঠের ন্যায় নির্জ্জন স্থানে উপবেশন করত পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ বা বটতলাস্থ আদিরস পরিপূরিত উত্তমোত্তম গ্রন্থ গুলিন অধ্যয়ন করিয়া চপলা সম স্বীয় অস্থির চিত্তকে সুস্থির করেন; কেহ বা নাটকের চটক দর্শনে আপন বুদ্ধি শুদ্ধি করেন; কেহ এ, বি পড়ে বিবি সেজে সিন্দূর চুপড়ির অপমান করেন। এইরূপে ইহাঁরা স্ব স্ব প্রধান হইয়া অতি গম্ভীর ভাব ধারণ করত সাধারণ সন্নিধানে সম্মান প্রত্যাশা করেন, কোন বিষয়ই প্রকৃতরূপে জানিতে ইচ্ছা করেন না। কিন্তু এবিষয়ে তাঁহাদিগকে কোন ক্রমেই নিন্দা করিতে পারা যায় না, কারণ তাঁহারা কাহারও নিকট কোন প্রকার সদুপদেশ প্রাপ্ত হন না। ইহাঁদিগের মধ্যে প্রায় অনেকেই আত্ম-প্রযত্নে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়াছেন। আত্ম-যত্নে যাহা শিক্ষা করিয়াছেন তাহাই তাঁহাদের যথেষ্ট। শুদ্ধ যে উপদেশাভাবেই ইহাঁরা শিক্ষা করিতে পারেন না এমন নহে, তাহার উপর আবার বহুবিধ উপদ্রব উপস্থিত হয়। যে নারী বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন, তিনি পরিবারস্থ সমস্ত ব্যক্তির চক্ষের শূল স্বরূপ হইয়া বহু যন্ত্রণা সহ্য করেন। তাঁহাকে ঐ ব্যবসায় হইতে নিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত তাঁহার গুরু জনেরা দিবা নিশি উত্তেজনা করিতে থাকেন; এবং প্রতিবাসিনী কামিনীগণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া কত প্র-কারই বিদ্রূপ করেন, ও স্ব স্ব কুমারীকে তাহাদিগের সহিত বাক্যালাপ করণে নিষেধ করেন। এই নিমিত্ত কেহ সহসা বিদ্যাভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। এরূপ প্রতিবন্ধ-

কের নিগূঢ় কারণ আমরা একাল পর্য্যন্ত জ্ঞাত হইতে পারি নাই এবং এবিষয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির মত ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, নারীগণ বিদ্যা শিখিলে বিধবা হয়। কেহ বলেন, ইহারা বিদ্যা রসাস্বাদনে প্রবৃত্ত হইলে আর সাংসারিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবে না। কোন কোন মহাত্মারা বলেন, স্ত্রীগণ বিদ্যা শিক্ষা করিলে তাহাদিগের চিত্ত চঞ্চল হইবে, আর সেই চাপল্য হেতু তাহারা স্বীয় স্বামীকে উপেক্ষা করিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিবে, এবং মনোমত ব্যক্তিকে পত্র দ্বারা আমন্ত্রণ করত উপপতিত্বে বরণ করিবে। কেহ বলেন, ইহারা বিদ্যাভ্যাস করিলে বুদ্ধিবল প্রাপ্ত হইয়া পুরুষবৎ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতে আমাদিগের মান সম্ভ্রম একেবারে খর্ব্ব হইবে। হায়! বিদ্যা শিখিলে বিধবা হইবে? বিদ্যার কি পতিঘাতিনী শক্তি আছে, যে তদ্দ্বারা নারীগণ পতিরত্নে বঞ্চিতা হইবে? আহা! এই বাক্যটী যে কি প্রকারে কোথা হইতে উৎপন্ন হইল, তাহা জগদীশ্বরই জানেন। বোধ হয় ভাস্করাচার্য্য-দুহিতা লীলাবতীকে উল্লেখ করিয়াই লোকে এই কথা রটনা করিয়া থাকিবে। সে যাহা হউক, এক্ষণে বক্তব্য এই, নারীগণ বিদ্যাভ্যাস করিলে যে দ্বিচারিণী হইবে ও সাংসারিক কার্য্যে উপেক্ষা করিবে তাহার প্রমাণ কি? বিদ্যা কি নিকৃষ্ট পদার্থ যে তৎ সংস্পর্শে নারীগণ নিকৃষ্টমার্গে পদার্পণ করিবে? আর গৃহ কর্ম্মেই বা তাহারা উপেক্ষা করিবে কেন? বিদ্যা শিখিয়া কি তাহাদিগের স্বামী পুত্র প্রভৃতি আত্মীয় বর্গের প্রতি স্নেহ ভাবের অভাব হইবে? আর তাহাদের স্বাধীনতাই

বা কি প্রকারে হইবে? বঙ্গাঙ্গনাগণ ত অঙ্গনাতিক্রম করিলেই কুলভ্রষ্ট হয়, তবে কি প্রকারে তাহারা স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইবে?

বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাদিগের স্বাধীনতা।

হায়! কি ভ্রান্তিমূলক বাক্য, আমাদিগের বঙ্গদেশীয় মহাত্মাগণের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি বলেন; "অবলাগণকে বিদ্যাভ্যাস করাইলে, তাহারা আর অন্তঃপুররূপ পিঞ্জর বদ্ধ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করিবে না, এবং অন্যান্য দেশীয় যোষাগণের ন্যায় স্বেচ্ছা-মত সর্ব্বত্র গমনাগমন করিতে ইচ্ছুক হইবে, ও ইউরোপীয় বর-বর্ণিনীগণের তুল্য ভাব ধারণ করিয়া সকল পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করণে প্রবৃত্ত হইবে। এইরূপে তাহারা সর্ব্বত্র গতায়াত ও সর্ব্ব বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনাপন অবস্থার প্রতি বিরক্ত হইবে, এবং অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিবে। অতএব নারীগণকে বিদ্যা শিক্ষা করান কোন ক্রমেই যুক্তি সিদ্ধ নহে।" আহা! হিন্দুধর্ম্মাভিমানী মহদাশয়গণ কি যুক্তিই করিয়া থাকেন; বিদ্যার কি আকর্ষণী শক্তি আছে যে তদ্দ্বারা নারীগণকে বাহির করিবে; আর নারীগণ যে স্বাধীনতা ইচ্ছা করিবে, তাহারই বা প্রমাণ কি? একাল পর্য্যন্তও কোন দেশীয় কামিনীগণ স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয় নাই, তবে বঙ্গদেশীয় মহিলাগণ কি প্রকারে স্বাধীনতা ইচ্ছা করিবে। জগদীশ্বর স্ত্রী জাতিকে যে প্রকার স্বভাব ও ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে বিশেষরূপেই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নারীগণের অধীনতা ঈশ্বরাভিপ্রেত। সুতরাং

থাকে, ইহারা গৃহের অতি সামান্য কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া, দিবসে একাহার গ্রহণ করত অতি দীনভাবে দিন যাপন করে। হায়! কোন সময়ে আবার দিবসান্তে একাহার গ্রহণ ও একচীর বস্ত্র ধারণের নিমিত্ত কোন কোন অভাগিনীকে লালায়িত হইতে হয়। হায়! হিন্দু মহিলাগণের বৈধব্য যন্ত্রণা স্মরণ করিলে কাহার হৃদয়ে না দয়ার সঞ্চার হয়। আহা! যখন নিদাঘকালে বিষম একাদশী দিবসে ইহাঁরা দুঃসহ পিপাসায় আকুল হইয়া চাতকীর ন্যায় চঞ্চল হয়েন, তখন ইহাঁদিগকে দর্শন করিলে অতি কঠোর হৃদয় ব্যক্তিরও দয়ার সঞ্চার হয়। হা হিন্দুধর্ম্ম! তোমাকেই ধন্যবাদ, আর তোমাকে যে মহাত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহাকেও ধন্যবাদ। আহা! এই ধর্ম্মের যে কীদৃশ ফল তাহা তাঁহারাই জানেন। হায়! যাঁহারা কহিয়াছেন যে, "দয়া বিহীন মনুষ্য কখনই মনুষ্য নামে বিখ্যাত হইতে পারে না। যাহার শরীরে দয়া নাই সে নরাকার পশু তুল্য"। কিন্তু তাঁহারা লোকদিগকে যে বাক্য দ্বারা উপদেশ দিয়াছিলেন, আপনারাই আবার তদ্বিপরীত আচরণে কেন প্রবৃত্ত হইলেন। বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন এবং একাদশী তিথিতে জল গ্রহণে মহা-পাপাদি যে সমস্ত কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদয় কি বিধবাদিগের প্রতি সদয় হইয়া করিয়াছেন? হায়! দুঃখের কথা কি কহিব, যদি কোন অভাগিনী একা-দশী দিবসে ঘোর বিকারাক্রান্ত হইয়া মহা নিদ্রা প্রাপ্ত হয়; তথাপি সেই সময়ে তাহার আত্মীয়গণ তাহার পারলৌকিক হিত সাধনের নিমিত্ত তাহার বদনে পবিত্রবারি প্রদানে অস-মর্থ হইয়া ঐ বারি তাহার কর্ণ কুহরে প্রদান করেন। আহা!

মহিলাগণের হীনাবস্থা।

কি হৃদয় বিদারক কার্য্য একে বিকারের তৃষ্ণা, যাহার শমতা কিছুতেই হয় না, তাহাতে আবার নিরম্বু উপবাস। আহা! এই ধর্ম্মের যে কত দুর মাহাত্ম্য তাহা জগদীশ্বরই জানেন। হে স্বদেশ হিতৈষী বন্ধুগণ! তোমরা সচেষ্টিত হইয়া, এই অবলাবৃন্দকে পরিত্রাণ কর। হে ভূত ভাবন ভগবন্! আপনি কৃপাবান হইয়া আতর প্রদানে কাতরা মহিলাগণকে ভীষণ ভব সমুদ্র হইতে উদ্ধার কর।